“গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
৫,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

মে,২০২৫

গবেষক দল

ক্র.নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদ
১।	মোঃ সাজেদুল ইসলাম	যুগ্ম পরিচালক (আরইএম)	দলনেতা
২।	ড. মোঃ জিয়াউর রশীদ	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	সদস্য
৩।	মোছাঃ সাজেদা খাতুন	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)	সদস্য
৪।	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	গবেষণা কর্মকর্তা (মূল্যায়ন)	সদস্য
৫।	সাবিনা ইয়াসমিন	গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা)	সদস্য
৬।	তানজিনা রহমান দিনা	গবেষণা কর্মকর্তা (মহিলা উন্নয়ন)	সদস্য

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

সরদার মোঃ কেরামত আলী, মহাপরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
সার সংক্ষেপ		৬
অধ্যায় ১	**প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**	৭-৮
১.১	প্রকল্প পরিচিতি	৭
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৭
১.৩	মূল কার্যক্রম	৮
১.৪	প্রকল্পের কর্ম এলাকা	৮
অধ্যায় ২	**প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ভূমিকা, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি**	৯-১২
২.১	ভূমিকা	৯
২.২	মূল্যায়নের যৌক্তিকতা	৯
২.৩	মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	১০
২.৪	গবেষণা কর্মপদ্ধতি	১০
২.৪.১	গবেষণার কর্ম এলাকা	১০
২.৪.২	এক নজরে গবেষণা এলাকা	১০
২.৪.৩	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	১১
২.৪.৪	তথ্যের উৎস	১১
২.৪.৫	নমুনায়ন	১১
২.৪.৬	তথ্য সংগ্রহ	১২
অধ্যায় ৩	**প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন**	১৩-১৯
৩.১	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৩
৩.২	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ	১৪
৩.৩	প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৫
৩.৪	প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম	১৭
৩.৫	উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা	১৮
৩.৬	প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি	১৯
৩.৭	পর্যালোচনা	১৯
অধ্যায় ৪	**আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব**	২০-২২
৪.১	বসত ঘরের অবস্থা	২০
৪.২	বাৎসরিক আয়	২০
৪.৩	বাৎসরিক ব্যয়	২১
৪.৪	সঞ্চয় জমার প্রবণতা	২১
৪.৫	জমির পরিমাণ	২১
৪.৬	বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ	২১
৪.৭	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা	২২
৪.৮	পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা	২২

৪.৯	কর্ম সৃজন	২২
৪.১০	সামাজিক মর্যাদা	২২
৪.১১	পর্যালোচনা	২২
অধ্যায় ৫	**মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বর্তমান অবস্থা**	২৩-২৬
৫.১	সঞ্চয় জমা	২৩
৫.২	ঋণ কার্যক্রম	২৪
৫.৩	কর্মসূচি'র সহযোগিতা প্রাপ্তিতে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি	২৫
৫.৪	কর্মসূচি'র আওতায় সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে উপকারভোগীদের মন্তব্য	২৬
৫.৫	পর্যালোচনা	২৬
অধ্যায় ৬	**প্রকল্পের সবল-দূর্বল দিক বিশ্লেষণ**	২৭-৩০
৬.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	২৭
৬.২	প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ	২৮
৬.৩	উপকারভোগীদের সার্বিক সুপারিশসমূহ	২৯
৬.৪	পর্যালোচনা	৩০
অধ্যায় ৭	**সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশসমূহ**	৩১-৩২
৭.১	সার্বিক পর্যালোচনা	৩১
৭.২	সার্বিক সুপারিশসমূহ	৩২
অধ্যায় ৮	**কেস স্টাডিসমূহ**	৩৩-৪৩
	রেফারেন্সেস	৪৪
	পরিশিষ্টসমূহ	৪৫-৫২
পরিশিষ্ট-১	এফজিডিকৃত পল্লী উন্নয়ন সমিতির তালিকা	৪৫
পরিশিষ্ট-২	কেআইআইকৃত ব্যক্তিগণের তালিকা	৪৫
পরিশিষ্ট-৩	এফজিডি চেকলিস্ট	৪৬
পরিশিষ্ট-৪	কেআইআই চেকলিস্ট	৫০
পরিশিষ্ট-৫	ফটো গ্যালারি	৫১

সারণির তালিকা

সারণি নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.১	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সূত্রঃ আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন, জুন ২০২৩)	১৩
৩.২	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	১৪
৩.৩	প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন (সূত্রঃ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন)	১৫
৩.৪	প্রকল্পের উপকারভোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)	১৬
৩.৫	প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)	১৭
৩.৬	পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা (সূত্রঃ এফজিডি)	১৮
৩.৭	প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)	১৯
৪.১	প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরের অবস্থার পরিবর্তন (%)	২০
৫.১	প্রকল্পের মেয়াদ শেষে চলমান কর্মসূচি'র অগ্রগতি	২৩
৫.২	প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চলমান কর্মসূচির সহযোগিতার বিষয়ে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)	২৫
৫.৩	কর্মসূচি'র আওতায় সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে উপকারভোগীদের মন্তব্য (সূত্রঃ এফজিডি)	২৬
৬.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	২৭
৬.২	প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	২৮
৬.৩	প্রকল্পের উপকারভোগীদের সার্বিক সুপারিশসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	২৯

গ্রাফের তালিকা

গ্রাফ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.১	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	১৪
৩.২	প্রকল্পের উপকারভোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)	১৬
৩.৩	প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)	১৭
৩.৪	পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা (সূত্রঃ এফজিডি)	১৮
৩.৫	প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)	১৯
৪.১	প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরের অবস্থার পরিবর্তন (%)	২১
৫.১	উপজেলা অনুযায়ী সঞ্চয় জমার অগ্রগতি লক্ষ টাকায় (জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত)	২৩
৫.২	উপজেলা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কর্মসূচি'র ঋণ বিতরণের হার (সূত্রঃ কর্মসূচি'র প্রতিবেদন)	২৪
৫.৩	উপজেলা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কর্মসূচি'র ঋণ বিতরণের হার (সূত্রঃ কর্মসূচি'র প্রতিবেদন)	২৪
৫.৪	প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চলমান কর্মসূচির সহযোগিতার বিষয়ে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)	২৫
৬.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	২৭
৬.২	প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	২৮
৬.৩	প্রকল্পের উপকারভোগীদের সার্বিক সুপারিশসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)	৩০

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যতম অনগ্রসর জেলা গাইবান্ধার পল্লী জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১/০১/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ মেয়াদে বিআরডিবি কর্তৃক "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫০.৯৪ কোটি টাকা। মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বিগত ২১/০৮/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৪ তম সভায় "উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কী ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তার একটি প্রভাব গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে"- মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। তদালোকে "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কী ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তার একটি প্রভাব মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই গবেষণা সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে- গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প-এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- ক) প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন মূল্যায়ন; খ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির প্রভাব নিরূপণ; গ) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ; এবং ঘ) প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ। প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকেই গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এফজিডি, কেআইআই, ডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য কয়েকজন উপকারভোগীর কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপকারভোগী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে সমিতি গঠনপূর্বক নিজস্ব পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম ছিল প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক। কৃষিজ ট্রেডে উপকারভোগীগণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরিমাণ অকৃষিজ ট্রেডের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে, উপকারভোগী মহিলাদের সেলাই, এমব্রয়ডারী, কারচুপি, ব্লক-বাটিক ইত্যাদি অকৃষিজ ট্রেডে প্রশিক্ষণের আগ্রহ বেশী। ক্ষুদ্র ঋণের তুলনায় উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণকারীদের সংখ্যা অনেক কম। পণ্য বিপণনে ডিপিপি'তে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দরুণ শতভাগ উপকারভোগীদের বসত ঘরের অবস্থা, বাৎসরিক আয়-ব্যয়, সঞ্চয় জমার প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা, পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা এর ইতিবাচক পরবর্তন হয়েছে। এছাড়াও প্রায় শতভাগ উত্তরদাতার কর্ম সৃজন হয়েছে। এছাড়াও অর্ধেকের বেশী উত্তরদাতার জমির পরিমানে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। সার্বিকভাবে, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের দরুন প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান কর্মসূচি'র আওতায় ঋণ কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন সেবা কার্যক্রম চলমান নেই। শুধুমাত্র প্রকল্প হতে বরাদ্দকৃত ঋণ ঘূর্ণায়মান হিসেবে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের তুলনায় কর্মসূচি'র সেবা-সহযোগিতা প্রাপ্তিতে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টির পরিমাণ কম। গবেষণায় প্রকল্পের সবল-দুর্বল দিক সমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুবই ফলপ্রসু ছিল, গ্রামীন মহিলাদের আয় বৃদ্ধি ও তাদের ক্ষমতায়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মর্মে উপকারভোগীগণ জানিয়েছেন। তবে প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা ছিল না। এছাড়াও উপকারভোগীগণ রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, হরাইজন্টাল/এক্সপোজার বিনিয়োগ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হচ্ছে- প্রকল্পটি আবার শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে গৃহিত প্রকল্পে পণ্য ভিত্তিক পল্লী গঠনকে ফোকাস করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা প্রদান আবশ্যক, উপকারভোগী মহিলাদের চাহিদাভিত্তিক কৃষিজ/ অকৃষিজ আয়বর্ধন কার্যক্রমে অধিক পরিমানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, বহুমূখী পণ্য ভিত্তিক পল্লী গঠনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, উপকারভোগীদের পন্য বিপননে সুনির্দিষ্ট সেবা-সহায়তা থাকা প্রয়োজন, পণ্যের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা ও ডিসপ্লে কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন, উপকারভোগীদের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা দেয়া যেতে পারে, উপকারভোগীদের বিজনেজ ডেভেলপমেন্ট, রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ, হরাইজন্টাল/এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রকল্পের উপকারভোগীসহ সকল কার্যক্রম সফটওয়্যারভিত্তিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি।

অধ্যায় ১

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ প্রকল্প পরিচিতি

➢ প্রকল্পের শিরোনাম	:	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
➢ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
➢ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
➢ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
➢ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫০৯৪.০০ লক্ষ টাকা
➢ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
➢ অর্থের ধরণ	:	বিনিয়োগ
➢ অর্থের উৎস	:	জিওবি

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য:

- ➢ মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী দারিদ্র্য জনগোষ্টির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

বিশেষ উদ্দেশ্য:

- ➢ ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার ১৮৬০০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- ➢ বৈশ্বিক মহামারী (কোভিড-১৯) জনিত কারণে কর্ম হারানো বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ➢ গাইবান্ধা জেলার ০৭টি উপজেলার ৮১টি ইউনিয়নের গরীব সুফলভোগীর আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।
- ➢ অভিষ্ঠ সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করণ।
- ➢ কর্মসংস্থান ও নতুন পেশা সৃষ্টির লক্ষ্যে অকৃষি (Non-Farm) কার্যক্রম বিকশিতকরণ।
- ➢ পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন।
- ➢ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে (Market Linkage) সহায়তা করা।

- নদী ভাঙ্গান কবলিত ও চরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
- এক পল্লী এক পণ্য (One Village One Product) ধারণার ভিত্তিতে পণ্যভিত্তিক পল্লী সৃজন ও সম্প্রসারণ।

১.৩ মূল কার্যক্রম

- ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন এবং ১৮৬০০ জন অভিষ্ট উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২৬২৮.০০ লক্ষ টাকা (৫% সার্ভিস চার্জ) প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- স্থানীয় সম্পদের উৎপাদনমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ১৭৩৪০ জন সুফলভোগীর বাজার সুবিধা তৈরী এবং ১৮৬০০ জনশক্তির উন্নয়ন;
- উপকারভোগীদের সার্ভে ও ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং ২টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

১.৪ প্রকল্পের কর্ম এলাকা

বিভাগ	:	রংপুর
জেলা	:	গাইবান্ধা
উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	:	গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলার সকল (৮১টি) ইউনিয়ন- সদর উপজেলা (১৩), সুন্দরগঞ্জ (১৫), গোবিন্দগঞ্জ (১৭), পলাশবাড়ী (৮), সাদুল্যাপুর (১১), সাঘাটা (১০) ও ফুলছড়ি (০৭)।

অধ্যায় ২

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ভূমিকা, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

২.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের অন্যতম অনগ্রসর জেলা গাইবান্ধার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জানুয়ারী ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বিআরডিবি কর্তৃক "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলায় (গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, সাদুল্যাপুর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি) বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৫০.৯৪ কোটি টাকা। মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান ও মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টি। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ৫৩৯টি পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন, ১৮,৬০০ জন সুফলভোগীকে আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২৬২৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যদেরকে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল, গার্মেন্টস ও টেইলারিং এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্রেডে আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের উত্তম চর্চা হিসেবে গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলায় ২২টি জীবিকায়ন পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ঐ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.২ মূল্যায়নের যৌক্তিকতা

বিগত ২১/০৮/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৪ তম সভা কার্যবিবরণীর ০৯(খ) তে "উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কী ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তার একটি প্রভাব গবেষণা শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে"- মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে। তদালোকে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কী ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে তার একটি প্রভাব মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গাইবান্ধা বাংলাদেশের অন্যতম দরিদ্র জেলা। উক্ত জেলায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে মানুষের জীবনমান উন্নয়নকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিআরডিবি কর্তৃক ২০১৮ সাল থেকে "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই প্রকল্পটি দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হয়। ইতোমধ্যে "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ" প্রকল্পটি সমাপ্তির এক বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষণে বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত এবং প্রকল্পের উত্তম চর্চা সমূহ ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গাইবান্ধা জেলায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কেমন প্রভাব রেখেছে তা মূল্যায়ন প্রয়োজন। মূল্যায়নের সুপারিশের আলোকে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত অন্যান্য এলাকার জন্য এ ধরনের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৩ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

এই মূল্যায়ন গবেষণা সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর মূল্যায়ন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন মূল্যায়ন;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির প্রভাব নিরূপণ;
- মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ;
- প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ।

২.৪ গবেষণা কর্মপদ্ধতি

২.৪.১ গবেষণার কর্ম এলাকা

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পটি গাইবান্ধার সাতটি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। গবেষণা কর্মটি বাস্তবায়নের জন্য উক্ত সাতটি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.২ এক নজরে গবেষণা এলাকা

উত্তর বঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জনপদ গাইবান্ধা জেলা ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরে ২৫°০২' উত্তর থেকে ২৫°৩৯' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°১২' থেকে ৮৯°৪২' পূর্ব দ্রঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গাইবান্ধা জেলার উত্তরে তিস্তা নদী এবং কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা, উত্তর পশ্চিমে রংপুর জেলার পীরগাছা এবং পশ্চিম পার্শ্বে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা, পশ্চিম-দক্ষিণে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা এবং দক্ষিণে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ ও সোনাতলা উপজেলা এবং পূর্ব পার্শ্বে বহমান ব্রহ্মপুত্র নদ।

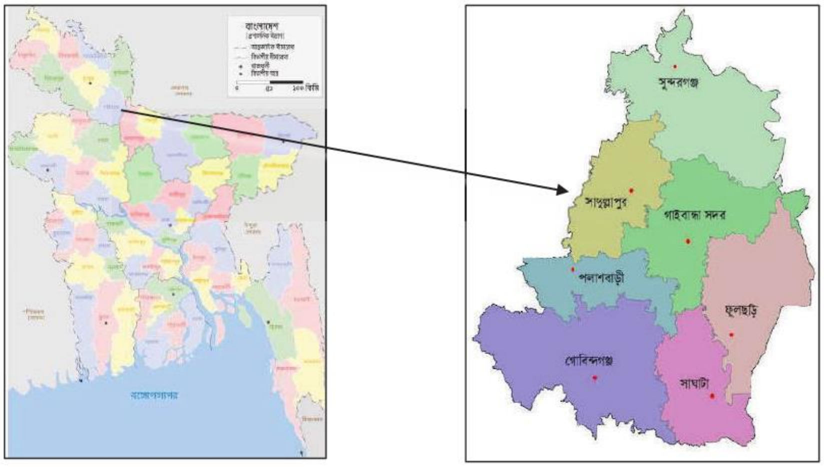

ছবি: প্রকল্প ও গবেষণা এলাকা

গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা যথাক্রমে (১) সদর (২) সুন্দরগঞ্জ (৩) সাদুল্ল্যাপুর (৪) পলাশবাড়ী (৫) গোবিন্দগঞ্জ (৬) ফুলছড়ি (৭) সাঘাটা উপজেলা। জেলাটি ৮২টি ইউনিয়ন, ১১০১টি মৌজা এবং ৪টি পৌরসভা (সদর ও গোবিন্দগঞ্জ) নিয়ে গঠিত। জেলার মোট আয়তন ২১৭৯.২৭ এবং জনসংখ্যা মোট ২৫,৬২,২৩২ জন। জেলায় গ্রামের সংখ্যা মোট ১২৫০টি।

২.৪.৩ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকেই গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত দলীয় আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি) এবং কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) এবং মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত ডেভেলপম্টে প্লানিং প্রজেক্ট (ডিপিপি), মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ইত্যাদি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

দলীয় আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি) এর জন্য প্রি-টেস্টকৃত একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যগণ এফজিডি এর অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিআরডিবি'র কর্মকর্তাগণ এফজিডি'তে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করেছেন। প্রতিটি এফজিডি'তে ১২-১৫ জন করে সর্বমোট ১৭৫ জন উপকারভোগীর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় ২টি করে ৭টি উপজেলায় মোট ১৪টি এফজিডি সম্পাদন করা হয়।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩টি **কেআইআই** সম্পাদন করা হয়েছে। গুনগত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি পূর্ব নির্ধারিত চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাপরিচালক, সাবেক প্রকল্প পরিচালক এবং বর্তমান কর্মসূচি পরিচালকের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য ১১টি **কেস স্টাডি সম্পন্ন** করা হয়েছে।

২.৪.৪ তথ্যের উৎস

তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্যের আলোকে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের প্রধান পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

প্রাথমিক উৎসঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি), কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই), কেস স্টাডি ইত্যাদি।

মাধ্যমিক উৎসঃ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি), প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন ইত্যাদি।

২.৪.৫ নমুনায়ন

গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলার প্রতিটিতে ২টি করে মোট ১৪টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি) এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট হতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এফজিডি'তে ১২-১৫ জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন।

২.৪.৬ তথ্য সংগ্রহ

ক্র.নং	গবেষণার উদ্দেশ্য	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
১।	প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	দাপ্তরিক বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা- ক) ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল খ) পিসিআর গ) আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন ইত্যাদি
২।	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির প্রভাব নিরূপণ	ক) এফজিডি খ) কেআইআই
৩।	মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ	ক) এফজিডি খ) কেআইআই
৪।	প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ।	ক) এফজিডি খ) কেআইআই গ) বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা

অধ্যায় ৩

প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন

এ অধ্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ, উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা, প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায়সহ উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.১ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে দল গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা করার মাধ্যমে তাদের পুঁজি গঠন করা হয়েছে। উপকারভোগী সদস্যদের আইজিএভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বিপনণের সুবিধার্থে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

ক্রম	কার্যক্রম (একক)	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (জুন/২০২৩)	হার (%)
১।	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৫৩৯	৫৩৯	১০০%
২।	সদস্য ভর্তি (জন)	১৮,৬০০	১৮,৬০০	১০০%
৩।	পুজিঁ গঠন (লক্ষ টাকা)	-	৪১৫.১৪	-
৪।	প্রশিক্ষণ (জন)	১৮,৬০০	১৮,৬০০	১০০%
৫।	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১৪,৮৮০	১৪,৮৮০	১০০%
৬।	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২,৬২৮.০০	২,৬২৮.০০	১০০%
৭।	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	২,৫৬১.৯৩	১০০%
৮।	প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (টি)	০১	০১	১০০%

সারনি ৩.১: প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সূত্রঃ আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন, জুন ২০২৩)

সারণি ৩.১ হতে দেখা যায়, প্রকল্প মেয়াদে সমিতি গঠন ও সদস্য ভর্তি হয়েছে যথাক্রমে ৫৩৯টি ও ১৮,৬০০ জন, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ। এছাড়াও শতভাগ (১৮,৬০০ জন) সদস্যই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা ২৬২৮.০০ লক্ষ টাকার (ঋণগ্রহিতা ১৪,৮৮০ জন) বিপরীতে শতভাগ অর্জন এবং আদায়কৃত ঋণের হারও শতভাগ হয়েছে। এছাড়াও, মোট উপকারভোগী সদস্যর ৮০% ঋণ সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ১টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, যা প্রকল্প মেয়াদে জেলা সদরে স্থাপন করলেও মেয়াদ শেষে তা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় স্থানান্তর করা হয়।

৩.২ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ

এফজিডিকালে দেখা যায়, উপকারভোগী সদস্যগণ প্রকল্পের মাধ্যমে আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা, উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা, উদ্বুদ্ধকরণ ও অন্য দপ্তরের সেবা প্রাপ্তিতে প্রকল্প হতে সহায়তা পেয়েছেন। এক্ষেত্রে এফজিডি'তে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সেবা-সহযোগিতার ধরণ	সেবা-সহযোগিতা প্রাপ্ত উপকারভোগী	
	মোট	%
আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ	১৭৫	১০০%
ঋণ সহায়তা (উদ্যোক্তা ঋণ)	২৮	১৬%
ঋণ সহায়তা (ক্ষুদ্র ঋণ)	১১৭	৬৭%
উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা	৭২	৪১%
পরিদর্শণ ও উদ্বুদ্ধকরণ	১১৩	৬৫%
অন্য দপ্তরের সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা	১৫	৯%

সারণি ৩.২: প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

সারণি ৩.২ ও গ্রাফ ৩.১ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতার শতভাগই আইজিএভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উপকারভোগীদের মধ্যে ১৬% উদ্যোক্তা ঋণ এবং ৬৭% ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়াও ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা, পরিদর্শণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন। উপকারভোগীদের ৪১% পণ্য বিপনণে সহায়তা, ৬৫% উদ্বুদ্ধকরণ এবং ৯% অন্য দপ্তরের বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সহায়তা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কিছু উপকারভোগী জানিয়েছেন, এ প্রকল্পের সদস্য হওয়ায় বিআরডিবি'র সহায়তায় কৃষি দপ্তর থেকে সার, বীজ ইত্যাদি পেয়েছেন। এ ধরনের সেবা কার্যক্রম আরও বৃদ্ধির বিষয়ে তারা মতামত প্রকাশ করেন।

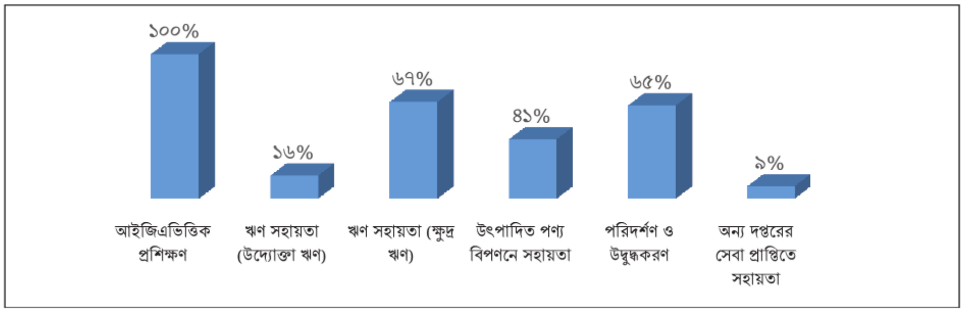

গ্রাফ ৩.১: প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সেবা-সহযোগিতাসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

৩.৩ প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্পের উপকারভোগীদের ১১টি কৃষিজ ও ১৩টি অকৃষিজ ট্রেডে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্রেডসমূহ হচ্ছে এমব্রয়ডারী, পাটের কাজ, প্রাণি সম্পদ পালন, সেলাই, গ্রামীণ ইলেক্ট্রিশিয়ান ইত্যাদি। প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১	মোবাইল সার্ভিসিং	১৫	৬৬৬	২৪	৬৯০
২	গ্রামীণ ইলেক্ট্রিশিয়ান	১৫	১৭৩৪	৬৭	১৮০১
৩	টিভি/ফ্রিজ মেরামত	১৫	৪৬১	০	৪৬১
৪	বাঁশের কাজ	১৫	১০০	৪০	১৪০
৫	কাঠের কাজ	১৫	৬০	০	৬০
৬	এমব্রয়ডারী	১৫	০	৩১৯৪	৩১৯৪
		৩০	০	২৭৬১	২৭৬১
৭	পাটের কাজ	১৫	০	২২১০	২২১০
৮	প্রাণি সম্পদ পালন	১২	৫২১	৮৭৮	১৩৯৯
৯	কৃষি	১২	১০৮	১৭৯	২৮৭
১০	মালটা চাষ	১২	০	৩০	৩০
১১	মৎস্য চাষ	৩	১৬	৪	২০
		১২	১৪৫	০৫	২৪০
১২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী	৮	১৪৯	১২১	২৭০
১৩	হাঁস পালন	৮	৯০	৯৪	১৮৪
১৪	পোল্ট্রি ফার্ম	৮	২১০	৫৫	২৬৫
১৫	মৃত্তিকা শিল্প	৮	২৫	৩৫	৬০
১৬	হোসিয়ারি শিল্প	০	৮৭	০	৮৭
১৭	নার্সারি	০	৫০	০	৫০
১৮	পানের বরজ	০	১৫০	০	১৫০
১৯	দেশী মুরগী পালন	০	৩০	০	৩০
২০	গাভী পালন	০	৬০	০	৬০
২১	ব্যাগ তৈরী	০	০	১৭৮	১৭৮
২২	সেলাই	১৫	০	৯৭৯	৯৭৯
		৩০	০	২০২৮	২০২৮
২৩	হলুদ চাষ	০	৩০	০	৩০
২৪	ব্লক-বাটিক	১৫	০	৩৬০	৩৬০
		৩০	০	৫৭৬	৫৭৬
	মোট		৪৬৯২	১৩,৯০৮	১৮,৬০০

সারনি ৩.৩: প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন (সূত্রঃ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন)

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট ১৮,৬০০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন মেয়াদের ২৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ পুরুষ (৪,৬৯২ জন) এবং তিন-চতুর্থাংশই মহিলা (১৩,৯০৮ জন)। ফলে প্রকল্পটি গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সারণি ৩.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ মহিলাদের অকৃষি খাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার আগ্রহ বেশী রয়েছে।

অন্যদিকে, এফজিডি'তে প্রাপ্ত তথ্যাদি (সারনি ৩.৪ ও গ্রাফ ৩.২) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনের তথ্যের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে মর্মে দেখা যায়। এফজিডি'তেও অকৃষি খাতে তুলনামূলকভাবে বেশী উপকারভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মর্মে দেখা যায়। এর মধ্যে এমব্রয়ডারি-তে ৩৪%, সেলাই-এ ১৫%, কারচুপি-তে ১১% উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণের বিষয় ও মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	%
সেলাই (৩০ দিন)	২৭	১৫%
কারচুপি (১৫ দিন)	২০	১১%
এমব্রয়ডারি (১৫ দিন)	৫৬	৩২%
এমব্রয়ডারি (৩০ দিন)	৩	২%
পাটজাত পণ্য তৈরী (১৫ দিন)	৪	২%
কাঠজাত পণ্য তৈরী (১৫ দিন)	১২	৭%
মৎস্য চাষ (১৫ দিন)	২	১%
হাঁস-মুরগী পালন (১৫ দিন)	১২	৭%
ছাগল পালন (১২ দিন)	১৪	৮%
নকশী কাঁথা তৈরী (১৫ দিন)	১৩	৭%
নকশী কাঁথা তৈরী (৩০ দিন)	১২	৭%

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের উপকারভোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)

এফজিডি'তে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উপকারভোগীগণ সেলাই (৩০ দিন), কারচুপি (১৫ দিন), এমব্রয়ডারি (১৫ দিন), এমব্রয়ডারি (৩০ দিন), পাটজাত পণ্য তৈরী (১৫ দিন), কাঠজাত পণ্য তৈরী (১৫ দিন), মৎস্য চাষ (১৫ দিন), হাঁস-মুরগী পালন (১৫ দিন), ছাগল পালন (১২ দিন), নকশী কাঁথা তৈরী (১৫ দিন), নকশী কাঁথা তৈরী (৩০ দিন) ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তন্মেধ্য, এমব্রয়ডারি, সেলাই, কারচুপি, নকশী কাথা তৈরী ইত্যাদি অকৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তের সংখ্যাই তুলনামুলকভাবে বেশী।

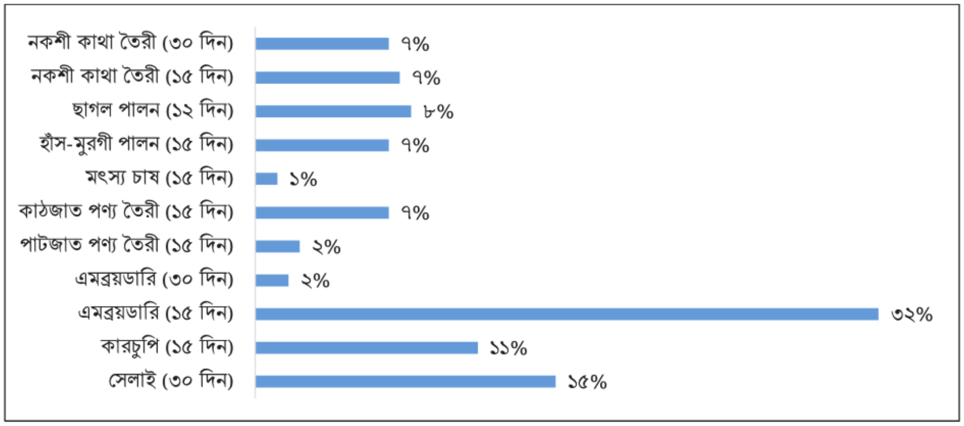

গ্রাফ ৩.২: প্রকল্পের উপকারভোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)

৩.৪ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম

প্রকল্পের উপকারভোগীদের আইজিএভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত করার পর উৎপাদনমূখী কাজ করার জন্য ঋণ সহায়তা দেয়া হয়। সারণি ৩.৫ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যগণ উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা পেয়েছেন।

	ঋণের সীমা	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	%
ক্ষুদ্র ঋণ	৩০,০০০ টাকা এর কম	৪০	২৩%
	৩১,০০০-৫০,০০০ টাকা	৬৭	৩৮%
	৫০,০০০ টাকা এর উর্ধ্বে	১০	৬%
উদ্যোক্তা ঋণ	১.০০ - ২.০০ লক্ষ টাকা	২৫	১৪%
		৩	২%
ঋণ গ্রহণ করে নাই		৩০	১৭%
মোট		১৭৫	১০০%

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)

এফজিডি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৮৩% ঋণ গ্রহণ করেছেন, বাকি ১৭% প্রকল্প হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেন নাই। উত্তরদাতাগণের ১৪ ভাগ ১.০০-২.০০ লক্ষ টাকা এবং মাত্র ২ ভাগ ২.০১ - ৩.০০ লক্ষ টাকা করে মোট ১৬% উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর মধ্যে ৩১,০০০-৫০,০০০ টাকা ঋণ ৩৮% উপকারভোগীগণ গ্রহণ করেছেন। এফজিডি'র তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক (১৭%) উপকারভোগী কোন ঋণ গ্রহণ করে নাই।

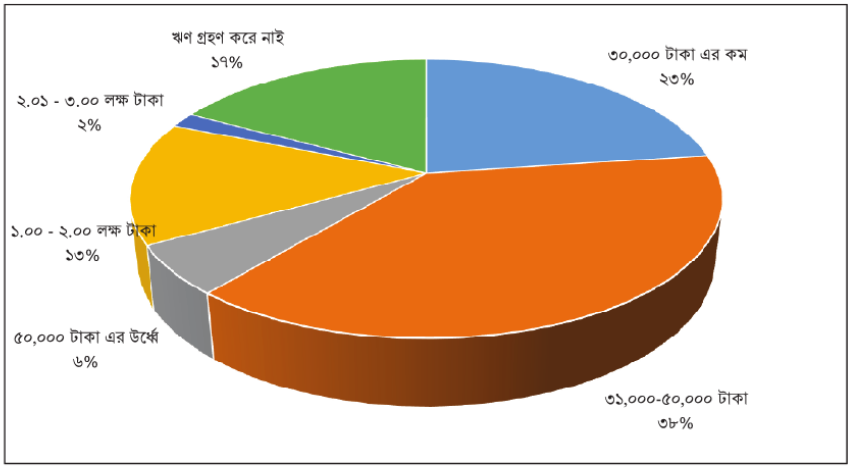

গ্রাফ ৩.৩: প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম (সূত্রঃ এফজিডি)

৩.৫ উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপকারভোগীদের উৎপাদিত অকৃষিজ পণ্য বিপননের জন্য ১টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, যা প্রকল্প মেয়াদ শেষে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় স্থানান্তর করা হয়। এছাড়াও এফজিডি'র তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে পণ্য বিপণনে উপকারভোগীদের সহায়তা দিয়েছেন। তবে, উপকারভোগীদের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য বিপণনে তেমন কোন সহায়তা করা হয়নি।

ক্র.নং	সহায়তার ধরণ	খুব সন্তুষ্ট জন (%)	সন্তুষ্ট জন (%)	মোটামুটি সন্তুষ্ট জন (%)	মন্তব্য নেই জন (%)
১।	স্থানীয় বাজারে (জেলা ও উপজেলা) পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা	১%	১৭%	৭৪%	৮%
২	রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে পণ্য বিক্রয়ে/সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা	১%	১৭%	৩৩%	৪৯%
৩।	বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তরে পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা	০%	৩%	৩৯%	৫৮%
৪।	বিদেশে পণ্য রপ্তানীকরণে সহায়তা প্রদান	২%	৭%	২১%	৭০%
৫।	সামাজিক মিডিয়াতে পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদানে সহায়তা	১%	১৪%	২৩%	৬২%
৬।	স্থানীয় (জেলা/উপজেলা) মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা	২%	১৯%	৩৭%	৪২%
৭।	রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা	০%	৩%	১৮%	৭৯%

সারণি ৩.৬: পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা (সূত্রঃ এফজিডি)

এফজিডি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্থানীয় বাজারে (জেলা ও উপজেলা) পণ্য বিক্রয়ে সহায়তার বিষয়ে ৯২% উত্তরদাতা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেলেও রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে পণ্য বিক্রয়ে/সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা ও বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তরে পণ্য বিক্রয়ে সহায়তায় সন্তুষ্টি রয়েছে অর্ধেকের (৫১%)। তবে, তিন-চতুর্থাংশই বিদেশে পণ্য রপ্তানীকরণে সহায়তা প্রদান (৭০%) এবং রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা (৭৯%) এর বিষয়ে কোন মন্তব্য বা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। কেস স্টাডি থেকে দেখা যায়, সাদুল্যাপুর উপজেলার লাভলী বেগম, সাঘাটা উপজেলার আঞ্জুলী বেগম, সদর উপজেলার তাহমিনা বেগমসহ আর অনেক উপকারভোগী সদস্য তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে বিআরডিবি'র সহায়তা পেয়েছেন।

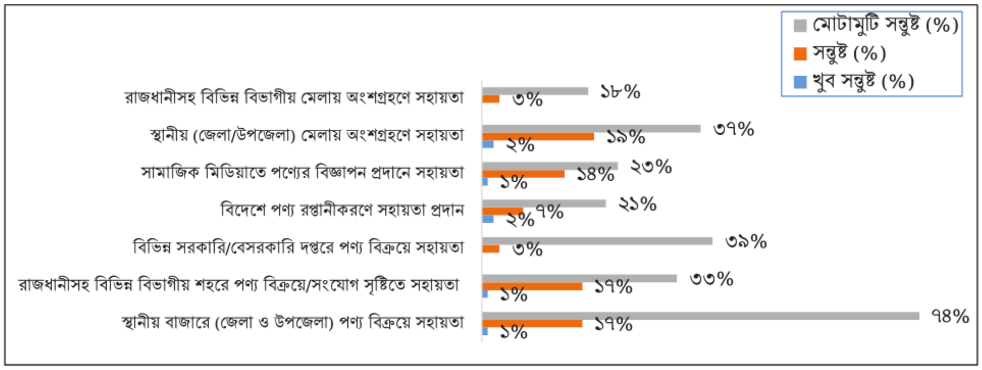

গ্রাফ ৩.৪: পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা (সূত্রঃ এফজিডি)

৩.৬ প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি

খুব সন্তুষ্ট জন (%)	সন্তুষ্ট জন (%)	মোটামুটি সন্তুষ্ট জন (%)
১৯(১১%)	৩৮(২২%)	১১৮(৬৭%)

সারণি ৩.৭: প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)

এফজিডি'র তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় শতভাগ উত্তরদাতাই সন্তুষ্ট। তবে এর মধ্যে মাত্র ১১% খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। উত্তরদাতাদের প্রধান অংশ (৬৭%) প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় মোটামুটি সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছে।

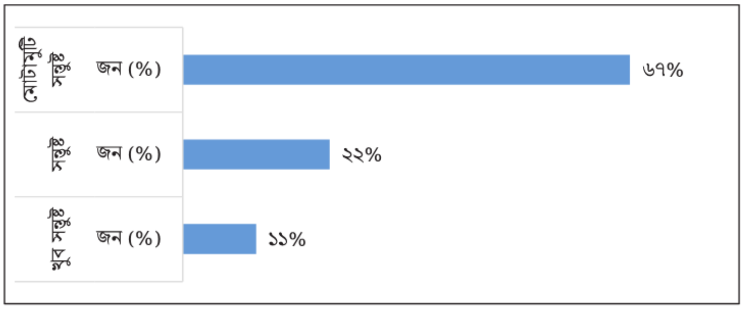

গ্রাফ ৩.৫: প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)

৩.৭ পর্যালোচনা

উপকারভোগী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে সমিতি গঠনপূর্বক নিজস্ব পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম ছিল প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক। কৃষিজ ট্রেডে উপকারভোগীগণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্যদিকে, উপকারভোগী মহিলাদের সেলাই, এমব্রয়ডারী, কারচুপি, ব্লক-বাটিক ইত্যাদি অকৃষিজ ট্রেডে প্রশিক্ষণের আগ্রহ বেশী। ক্ষুদ্র ঋণের তুলনায় উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণকারীদের সংখ্যা অনেক কম। পণ্য বিপণনে ডিপিপি'তে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের দরুন উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন: বসত ঘরের অবস্থা, বাৎসরিক আয়, বাৎসরিক ব্যয়, সঞ্চয় জমার প্রবণতা, জমির পরিমাণ, বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা, পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা, কর্ম সৃজন ও সামাজিক মর্যাদা নির্দেশকে কি ধরণের প্রভাব পড়েছে, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক্রনং.	নির্দেশক	প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরের অবস্থার পরিবর্তন (% জন)			
		খুবই সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	মোটামুটি সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	অল্প সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	কোন পরিবর্তন হয়নি
১।	বসত ঘরের অবস্থা	৩৪(১৯%)	৯৬(৫৫%)	৪৫(২৬%)	০(০%)
২।	বাৎসরিক আয়	৩৯(২২%)	৮৯(৫১%)	৪৭(২৭)%	০(০%)
৩।	বাৎসরিক ব্যয়	২৭(১৫%)	৯৫(৫৪%)	৫৩(৩১%)	০(০%)
৪।	সঞ্চয় জমার প্রবণতা	১৪(৮%)	১১১(৬৩%)	৫০(২৯%)	০(০%)
৫।	জমির পরিমাণ	৪(২%)	৫৬(৩২%)	৭৩(৪২%)	৪২(২৪%)
৬।	বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ	১৬(৯%)	৬৮(৩৯%)	৭১(৪১%)	২০(১১%)
৭।	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা	২৫(১৪%)	১১২(৬৪%)	৩৮(২২%)	০(০%)
৮।	পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা	২৮(১৬%)	১০৭(৬১%)	৪০(২৩%)	০(০%)
৯।	কর্ম সৃজন	২৬(১৫%)	৮৭(৫০%)	৫৬(৩২%)	৬(৩%)
১০।	সামাজিক মর্যাদা	৩৪(১৯%)	৯৬(৫৫%)	৪৫(২৬%)	০(০%)

সারণি ৪.১: প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরের অবস্থার পরিবর্তন (%)

৪.১ বসত ঘরের অবস্থাঃ প্রকল্পের শতভাগ উপকারভোগীগণের প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পর তাদের বসত ঘরের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন (সারণি ৪.১)। গ্রাফ ৪.১ থেকে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশী (৫৫%) উত্তরদাতার পরিবারের মোটামুটি সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও এক চতুর্থাংশের (২৬%) অল্প সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।, সাঘাটা উপজেলার আঞ্জুলি বেগম তার আয় থেকে পাকা দালান করেছেন, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মরিজা বেগম টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন।

৪.২ বাৎসরিক আয়ঃ গ্রাফ ৪.১ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পর শতভাগ উপকারভোগীগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশের (২২%) আয় খুবই সন্তোষজনক পরিবর্তন বলে উপকারভোগীগণ জানিয়েছে। গাইবান্ধা সদর উপজেলার খামারবোয়ালী মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডিকালে দেখা যায়, উপকারভোগীদের মাসিক আয় গড়ে

৬-৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাখাইল মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডিকালে দেখা যায়, উদ্যোক্তা উপকারভোগীদের মাসিক আয় গড়ে ১৫-২০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সকল উপকারভোগীরই বাৎসরিক আয় উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৩ বাৎসরিক ব্যয়ঃ প্রকল্পের সদস্যগণের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় শতভাগ উপকারভোগীগণের বাৎসরিক ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ১৫% উপকারভোগীর ব্যয় খুবই সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে মর্মে উপকারভোগীগণ জানিয়েছেন।

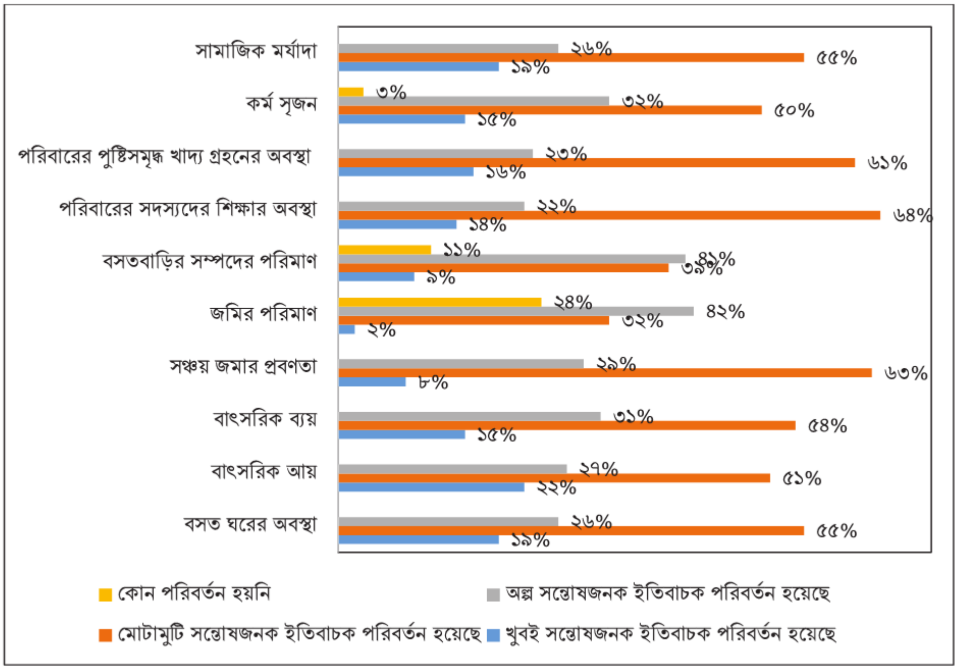

গ্রাফ ৪.১: প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরের অবস্থার পরিবর্তন (%)

৪.৪ সঞ্চয় জমার প্রবণতাঃ প্রকল্পের সদস্যগণ প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর তাদের শতভাগেরই সঞ্চয় জমার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে উত্তরদাতাগণ তাদের মতামত প্রদান করেন। এক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশী (৬৩%) উত্তরদাতার সঞ্চয় জমার প্রবণতা মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৫ জমির পরিমানঃ গ্রাফ ৪.১ হতে দেখা যায়, প্রকল্পের সেবা প্রাপ্তির পরও প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) উত্তরদাতার জমির পরিমাণ আগের মতই রয়ে গেছে। তবে, ৪২% এর অল্প সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও এক-তৃতীয়াংশের (৩২%) মোটামুটি সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। খুবই সামান্য পরিমাণ (২%) উপকারভোগীর জমির পরিমাণ খুবই সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ জানায়। কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পলাবাড়ি উপজেলার শেফালী বেগম তার আয় থেকে ৫ শতক জমি কিনেছেন।

৪.৬ বসতবাড়ির সম্পদের পরিমানঃ প্রকল্পভুক্ত সদস্য হওয়ার পরও প্রকল্প সমাপ্তির পর ১১%উপকারভোগীর বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ আগের মতই রয়েছে মর্মে উপকারভোগীগণ জানায়। তবে প্রকল্পের সেবা পেয়ে ৮০ শতাংশেরই বসতবাড়ির সম্পদের পরিমান অল্প বা মোটামুটি সন্তোষজনক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র ৯% উপকারভোগীর সম্পদ খুবই সন্তোষজনক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাঘাটা উপজেলার নারী উদ্যোক্তা আঙ্গুলী বেগম তার আয়ের টাকা দিয়ে সংসারের জন্য আসবাবপত্র, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি ক্রয় করেছেন।

৪.৭ পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থাঃ প্রকল্পের শতভাগ উপকারভোগীগণের প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পর তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে দেখা গেছে (গ্রাফ ৪.১)। কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাঘাটা উপজেলার আঙ্গুলী বেগম, তহমিনা বেগম প্রকল্পের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পর সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

৪.৮ পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থাঃ গ্রাফ ৪.১ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পর শতভাগ উপকারভোগীগণের পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন পেয়েছে। এর মধ্যে ১৬% উত্তরদাতাগণের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থার খুবই সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

৪.৯ কর্ম সৃজনঃ প্রকল্পের প্রায় শতভাগ (৯৭%) উপকারভোগীগণের প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পর তাদের কর্মসৃজনের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে দেখা গেছে। এর মধ্যে অর্ধেক (৫০%) উপকারভোগী তাদের কর্মসৃজনে মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও এক তৃতীয়াংশের (৩২%) অল্প সন্তোষজনক বলে জানিয়েছে। অল্প সংখ্যক (৯%) উত্তরদাতার কর্মসৃজন খুবই সন্তোষজনক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেস স্টাডি থেকে দেখা যায়, শুধু সফল উদ্যেক্তাগণই নয়, তাদের আওতায় অনেক সদস্যর কর্মসৃজন আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.১০ সামাজিক মর্যাদাঃ গ্রাফ ৩.১ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পর শতভাগ উপকারভোগীগণের সামাজিক মর্যাদার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশী (৫৫%) উপকারভোগীর ক্ষেত্রে মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও এক চতুর্থাংশ (২৬%) উপকারভোগীর খুবই সন্তোষজনক সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উপকারভোগীগণ জানিয়েছেন।

৪.১১ পর্যালোচনা

“গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে শতভাগ উপকারভোগীদের বসত ঘরের অবস্থা, বাৎসরিক আয়-ব্যয়, সঞ্চয় জমার প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা, পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা এর ইতিবাচক পরবর্তন হয়েছে। এছাড়াও প্রায় শতভাগ উত্তরদাতার কর্ম সৃজন হয়েছে। ১১% উত্তরদাতার বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ এবং ৪২% উত্তরদাতার জমির পরিমানে কোন পরিবর্তন হয়নি। সার্বিকভাবে, প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের দরুন প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে।

অধ্যায় ৫

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বর্তমান অবস্থা

সরকারি অর্থায়নে প্রকল্প সমাপ্তির পর ০১/০৭/২০২৩ তারিখ হতে বিআরডিবি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কর্মসূচি হিসেবে এর কার্যক্রম মাঠে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিতে নতুন দল গঠন, সদস্য অন্তভুক্তি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম না থাকলেও সঞ্চয় জমা ও ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ মেয়াদে কর্মসূচি'র কার্যক্রম নিম্নরূপ:

কার্যক্রম	উপজেলার নাম														মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন
	সদর		সুন্দরগঞ্জ		সাদুল্যাপুর		পলাশবাড়ি		গোবিন্দগঞ্জ		সাঘাটা		ফুলছড়ি			
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	৩০.০০	১৬.৭৯	৩০.০০	১৬.৯৪	২০.০০	১০.৯৩	২০.০০	১০.৮০	২০.০০	৮.০৮	২০.০০	১২.৪৭	২০.০০	৫.৫১	১৬০.০০	৮১.৫২
ঋণী সদস্য (জন)	৫০০	৪১৯	৬৫০	৭৫৯	৫০০	৪৫৬	৪০০	৪৩৫	৫০০	৬২৮	৪০০	৪২৩	৪০০	৩৭৮	৩৩৫০	৩৪৮৯
ঋণ বিতরণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৩৮০.০০	২০৫.১২	৪৬০.০০	৩১৩.৮৫	৪০৫.০০	২৩৭.০৪	৩৫০.০০	১৬৩.৮৭	৪৪০.০০	২৩২.৯০	৩৪০.০০	২০১.৬৭	৩২৫.০০	১৫১.২৪	২৭০০.০০	১৫০৫.৬৯
ঋণ আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২৫০.০০	১৪২.৩৪	৪০০.০০	২৪৮.৮৯	৪৯০.০০	১৯৯.৫৪	৩০০.০০	১৩২.৮৩	৩০০.০০	২১২.২৪	২৫০.০০	১৫৯.৮২	২০০.০০	১৩৫.০১	২১৯০.০০	১২৩০.৬৭

সারণি ৫.১: প্রকল্পের মেয়াদ শেষে চলমান কর্মসূচি'র অগ্রগতি

৫.১ সঞ্চয় জমা

কর্মসূচি চলমান সময়ে প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সঞ্চয় জমার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক (৫৬%) হ্রাস পেয়েছে। জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ মেয়াদে কমসূচি'র আওতায় গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্যাপুর পলাশবাড়ি, সাঘাটা উপজেলায় সঞ্চয় জমার অগ্রগতি অর্ধেকের বেশি হলেও গোবিন্দগঞ্জ ও ফুলছড়ি উপজেলায় এ অগ্রগতি মাত্র ৪০% ও ২৮%। সার্বিকভাবে এ সময়ে জেলার সঞ্চয় জমার অগ্রগতি ৫৬% (গ্রাফ ৫.১)।

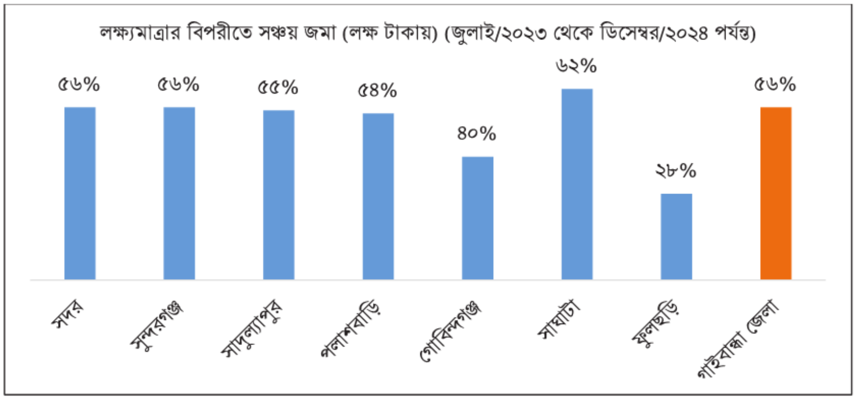

গ্রাফ ৫.১: উপজেলা অনুযায়ী সঞ্চয় জমার অগ্রগতি লক্ষ টাকায় (জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত)
(সূত্রঃ কর্মসূচি'র প্রতিবেদন)

কর্মসূচি পরিচালক জানান, প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম প্রশিক্ষণ না থাকায় উপকারভোগী সদস্যগণের সঞ্চয় জমার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

৫.২ ঋণ কার্যক্রম

প্রকল্প সমাপ্তির পর কর্মসূচি চলাকালীন ঋণ বিতরণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। গ্রাফ ৫.২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুলাই/২০২৩ থেকে ডিসেম্বর/২০২৪ মেয়াদে কমসূচি'র আওতায় পলাশবাড়ি ও ফুলছড়ি উপজেলায় ঋণ বিতরণের হার অর্ধেকের চেয়েও নীচে নেমে এসেছে, তবে অন্যান্য উপজেলায় ৫০% এর বেশী বিতরণ হয়েছে। জেলার মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ৫৬%।

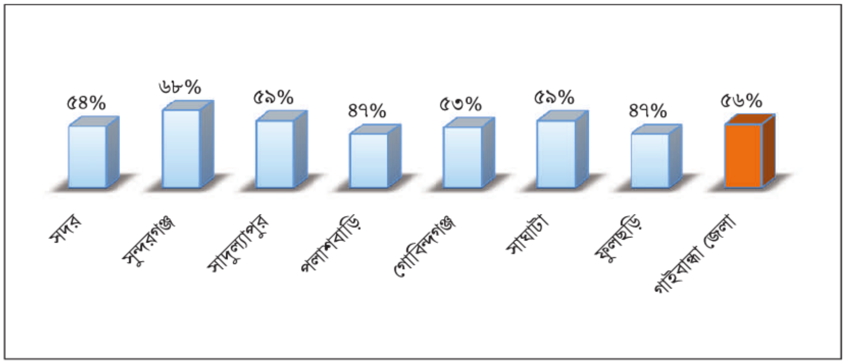

গ্রাফ ৫.২ উপজেলা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কর্মসূচি'র ঋণ বিতরণের হার (সূত্রঃ কর্মসূচি'র প্রতিবেদন)

ঋণ বিতরণের মত ঋণ আদায়ের হারও হ্রাস পেয়েছে। গ্রাফ ৫.৩ থেকে দেখা যায়, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সাদুল্যাপুর ও পলাশবাড়ি উপজেলার ঋণ আদায়ের হার ৫০% এর কম হলেও অন্যান্য উপজেলার ৫০% এর অধিক অর্জন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উক্ত সময়ে ঋণ আদায়ের হার ৫৬%।

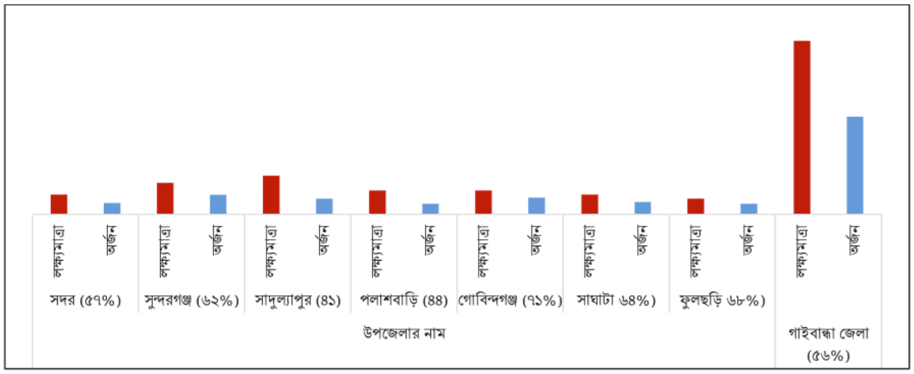

গ্রাফ ৫.৩ উপজেলা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কর্মসূচি'র ঋণ বিতরণের হার (সূত্রঃ কর্মসূচি'র প্রতিবেদন)

৫.৩ কর্মসূচি'র সহযোগিতা প্রাপ্তিতে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি

প্রকল্পকালীন উপকারভোগীগণ প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় শতভাগ উত্তরদাতাই সন্তুষ্ট হলেও (সারণি ৩.৭) প্রকল্প শেষে কর্মসূচিকালীণ ঋণ সহায়তায় ৯৫%, পরিদর্শণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ শতভাগ এবং মার্কেট লিংকেজ সহায়তায় ৭৪% সন্তুষ্ট বলে জানায় (সারণি ৫.২, গ্রাফ ৫.৪)।

সহায়তার ধরণ	খুব সন্তুষ্ট জন (%)	সন্তুষ্ট জন (%)	মোটামুটি সন্তুষ্ট জন (%)	মন্তব্য নেই (%)
ঋণ সহায়তা (উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র)	১(১%)	৪৬(২৭%)	১২৩(৭০%)	৫(৩%)
পরিদর্শণ ও উদ্বুদ্ধকরণ	০(০%)	৯৩(৫৩%)	৮২(৪৭%)	০(০%)
মার্কেট লিংকেজ সহায়তা	৪(২%)	২১(১২%)	১২৪(৭১%)	২৬(১৫%)

সারণি ৫.২: প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চলমান কর্মসূচির সহযোগিতার বিষয়ে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)

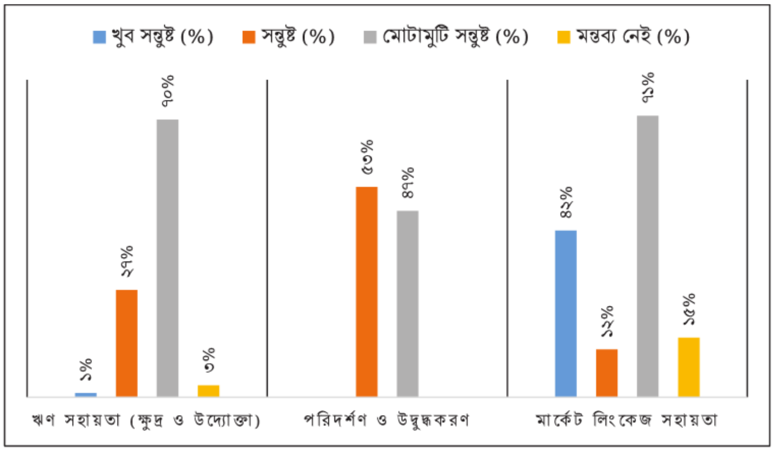

গ্রাফ ৫.৪ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চলমান কর্মসূচির সহযোগিতার বিষয়ে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি (সূত্রঃ এফজিডি)

৫.৪ কর্মসূচি'র আওতায় সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে উপকারভোগীদের মন্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের প্রকল্পের তুলনায় কর্মসূচি'র সেবা সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় উপকারভোগীগণ কর্মসূচি'তে কিছু বিষয়ে সেবা-সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেন। এ প্রেক্ষিতে উত্তরদাতাদের উল্লেখযোগ্য অংশই প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি, একাধিক সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (৮৯%), ঋণের সার্ভিস চার্জ পূর্বের ন্যায় ৫% করা, ঋণের সিলিং বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা, প্রশিক্ষণোত্তর উপকরণ সরবরাহ করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন (সারণি ৫.)৩)। তবে, উত্তরদাতাদের প্রায় অর্ধেক (৫৫%) পণ্য তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেননি।

ক্র.নং	বিষয়	একমত জন (%)	মন্তব্য নেই জন (%)	একমত নই জন (%)
১।	প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন	১৫৯(৯১%)	১৬(৯%)	০(০%)
২।	একাধিক সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন	১৫৫(৮৯%)	১৪(৮%)	৬(৩%)
৩।	ঋণের সার্ভিস চার্জ পূর্বের ন্যায় ৫% করা প্রয়োজন	১৭৫(১০০%)	০(০%)	০(০%)
৪।	ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করতে হবে	১৪১(৮১%)	৩৪(১৯%)	০(০%)
৫।	মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা করতে হবে	১৩১(৭৫%)	৪৪(২৫%)	০(০%)
৬।	প্রশিক্ষণোত্তর উপকরণ সরবরাহ করতে হবে	১৩৫(৭৭%)	৪০(২৩%)	০(০%)
৭।	পণ্য তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে	৯৭(৫৫%)	৫৯(৩৪%)	১৯(১১%)

সারণি ৫.৩: কর্মসূচি'র আওতায় সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে উপকারভোগীদের মন্তব্য (সূত্রঃ এফজিডি)

৫.৫ পর্যালোচনা

প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান কর্মসূচি'র আওতায় ঋণ কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন সেবা কার্যক্রম চলমান নেই। শুধুমাত্র প্রকল্প হতে বরাদ্দকৃত ঋণ ঘূর্ণায়মান হিসেবে চলমান রয়েছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমেও উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি প্রকল্পের মত সন্তোষজনক নয়। সার্বিকভাবে, প্রকল্পের তুলনায় কর্মসূচি'র সেবা-সহযোগিতা প্রাপ্তিতে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টির পরিমাণ অনেক কম। এ প্রেক্ষিতে উত্তরদাতাগণ প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি, একাধিক সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণের সিলিং বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা, প্রশিক্ষণোত্তর উপকরণ সরবরাহের বিষয়ে অনুরোধ করেন।

অধ্যায় ৬

প্রকল্পের সবল-দূর্বল দিক বিশ্লেষণ

প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে সবল-দূর্বল দিক থাকে। উত্তরদাতাগণ এফজিডিকালে প্রকল্পের বেশ কিছু সবল-দূর্বল দিক চিহ্নিত করে তাদের মন্তব্য প্রদান করেন।

৬.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

প্রকল্পের সবল দিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের প্রশিক্ষণের ফলপ্রসুতা, পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠন, গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা এবং প্রকল্পের লোকজন সবসময় খোজ নেয়ার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা একমত প্রকাশ করেন। তবে, ঋণ গ্রহণে কিছু জটিলতা রয়েছে মর্মে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (২৯%) উত্তরদাতা মনে করেন (গ্রাফ ৬.১)।

ক্র.নং	সবল দিকসমূহঃ বিষয়	একমত জন (%)	মন্তব্য নেই জন (%)	একমত নই জন (%)
১।	প্রকল্পের প্রশিক্ষণগুলো খুবই ফলপ্রসু	১৬৯(৯৭%)	৬(৩%)	০(০%)
২।	পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনে এটি খুবই সহায়ক	১৫৪(৮৮%)	২১(১২%)	০(০%)
৩।	গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নে এর গুরুত্ব অনেক	১৬৩(৯৩%)	১২(৭%)	০(০%)
৪।	গ্রামীণ মহিলাদের আয় বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব অনেক	১৬৩(৯৩%)	১২(৭%)	০(০%)
৫।	প্রকল্পের ঋণ গ্রহণে কোন জটিলতা নাই	৮৪(৪৮%)	৪০(২৩%)	৫১(২৯%)
৬।	প্রকল্পের লোকজন সবসময় খোজ নেয়	১৩৬(৭৮%)	৩৯(২২%)	০(০%)

সারণি ৬.১: প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

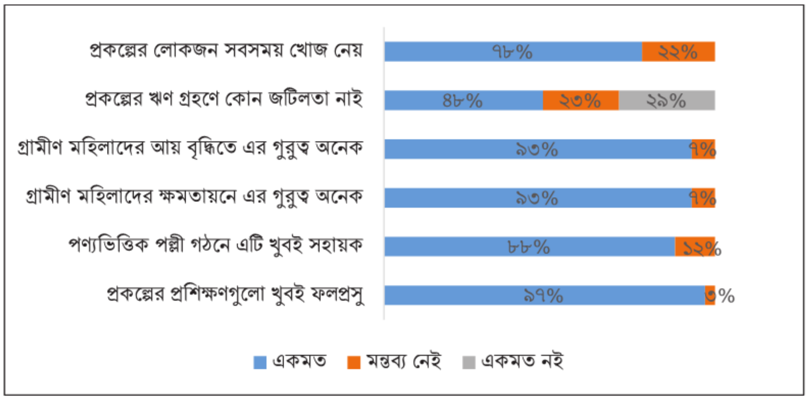

গ্রাফ ৬.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

৬.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

প্রকল্পের দূর্বল দিক হিসেবে প্রশিক্ষণের মেয়াদ, সম্পদ হস্তান্তর না থাকা, ফলো আপ প্রশিক্ষণ না থাকা এর বিষয়ে প্রায় শতভাগ উত্তরদাতা একমত প্রকাশ করেন। এছাড়াও ৬৭% উত্তরদাতা মনে করে, উপকারভোগীদের গৃহীত ঋণ অনেকে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করে, ৭৩% মনে করে প্রকল্পে মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা নাই, ৬৮% মনে করে প্রকল্প এলাকার সকল দরিদ্র মহিলাদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, ৯২% মনে করে প্রকল্পের উপকারভোগীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ ছিল না। এছাড়াও, এফজিডিকালে দেখা যায়, অর্ধেক (৫১%) উত্তরদাতা মনে করেন, প্রকল্পের ঋণ সহায়তা প্রাপ্তিতে বেশী সময় লাগে।

ক্র.নং	বিষয়	একমত জন (%)	মন্তব্য নেই জন (%)	একমত নই জন (%)
১।	গৃহীত ঋণ কিছু লোক অন্য খাতে ব্যবহার করে। এ বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখা	১১৮(৬৭%)	২৬(১৫%)	৩১(১৮%)
২।	মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা নাই	১২৭(৭৩%)	৪২(২৫%)	৬(৩%)
৩।	ঋণ বিতরণে বেশী সময় লাগে	৯০(৫১%)	৪২(২৪%)	৪৩(২৫%)
৪।	প্রশিক্ষণের মেয়াদ পর্যাপ্ত ছিল না	১৫৬(৮৯%)	১৯(১১%)	০(০%)
৫।	সকল দরিদ্র মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি	১১৯(৬৮%)	৩৪(১৯%)	২২(১৩%)
৬।	সম্পদ হস্তান্তর ছিল না	১৬১(৯২%)	১৪(৮%)	০(০%)
৭।	কাঁচামাল সরবরাহ ছিল না	১২৪(৭১%)	৪৬(২৬%)	৫(৩%)
৮।	ফলো আপ প্রশিক্ষণ কম ছিল	১৬৮(৯৬%)	৭(৪%)	০(০%)

সারণি ৬.২: প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

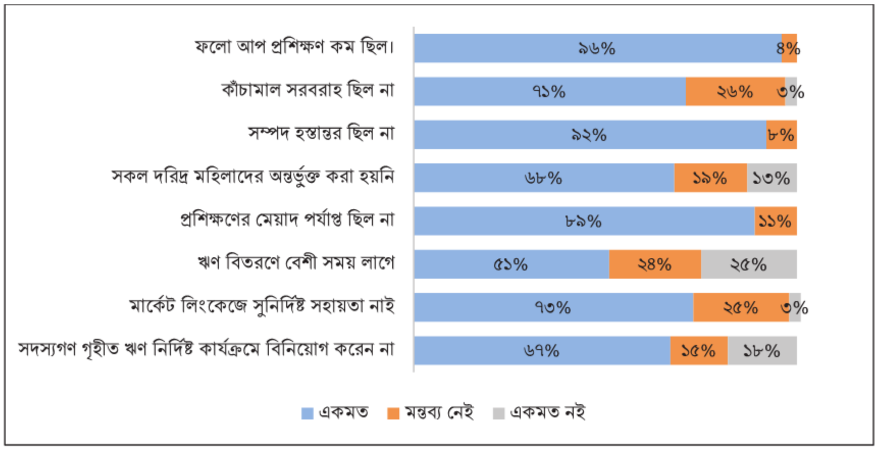

গ্রাফ ৬.২ প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

৬.৩ উপকারভোগীদের সার্বিক সুপারিশসমূহঃ

এফজিডিকালে উত্তরদাতানগণ প্রকল্প/কর্মসূচি'র সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের সুপারিশ প্রদান করেন। এফজিডি এর তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটি আবার চালু করার জন্য শতভাগ উত্তরদাতা সুপারিশ করেন। এছাড়াও উত্তরদাতাগণের উল্লেখযোগ্য অংশ মার্কেট লিংকেজের সুনির্দিষ্ট সহায়তা করার (৮০%), সকলকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার (৯৪%), ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করার (৯১%), প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়ার (৯২%) এবং উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপন ও ডিসপ্লে কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করার বিষয়ে (৭৫%) একমত প্রকাশ করেন (সারণি ৬.৩ , গ্রাফ ৬.৩)।

ক্র.নং	বিষয়	একমত জন (%)	মন্তব্য নেই জন (%)	একমত নই জন (%)
১।	প্রকল্পটি আবার চালু করা প্রয়োজন	১৭৫(১০০%)	০(০%)	০(০%)
২।	মার্কেট লিংকেজের সুনির্দিষ্ট সহায়তা করতে হবে	১৪০(৮০%)	৩৫(২০%)	০(০%)
৩।	বহুমূখী পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠন করতে হবে	১০১(৫৮%)	৫৫(৩১%)	১৯(১১%)
৪।	সকলকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে	১৬৪(৯৪%)	১১(৬%)	০(০%)
৫।	বিজনেজ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে	৯৯(৫৭%)	৭৬(৪৩%)	০(০%)
৬।	ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে	১৬০(৯১%)	১৫(৯%)	০(০%)
৭।	প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে	১৬১(৯২%)	১৪(৮%)	০(০%)
৮।	হরাইজন্টাল/এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা নিতে হবে	১০৯(৬২%)	৫২(৩২%)	১৪(৮%)
৯।	পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে নিয়মিত পল্লী ভিজিট করাতে হবে	১১৭(৬৭%)	৫৮(৩৩%)	০(০%)
১০।	পণ্যের বিজ্ঞাপন ও ডিসপ্লে কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে	১৩২(৭৫%)	৪৩(২৫%)	০(০%)
১১।	পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের জন্য অন-লাইন প্লাট ফর্ম করতে হবে	৮৬(৪৯%)	৮৯(৫১%)	০(০%)

সারণি ৬.৩: প্রকল্পের উপকারভোগীদের সার্বিক সুপারিশসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

সারণি ৬.৩ ও গ্রাফ ৬.৩ পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা বহুমূখী পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠন (৫৮%), বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ (৫৭%), হরাইজন্টাল/এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা গ্রহণ (৬২%), পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে নিয়মিত পল্লী ভিজিট করানো (৬৭%), পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের জন্য অন-লাইন প্লাট ফর্ম করার (৪৯%) বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

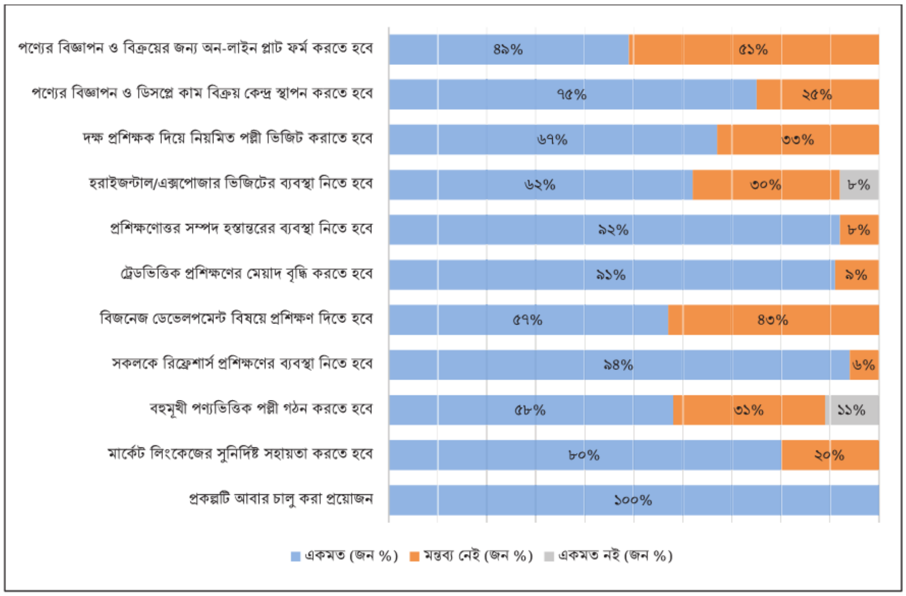

গ্রাফ ৬.৩: প্রকল্পের উপকারভোগীদের সার্বিক সুপারিশসমূহ (সূত্রঃ এফজিডি)

৬.৪ পর্যালোচনা

আলোচ্য গবেষণায় প্রকল্পের সবল-দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। তদালোকে উত্তরদাতাগণ বেশ কিছু সুপারিশ এর বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুবই ফলপ্রসু ছিল বলে জানা যায়। গ্রামীন মহিলাদের আয় বৃদ্ধি ও তাদের ক্ষমতায়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মর্মে উপকারভোগীগণ জানিয়েছেন। তবে প্রকল্পের ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা ছিল না। তারা ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তাহ প্রকল্প কার্যক্রম চালু করার সুপারিশ করেন। এছাড়াও উপকারভোগীগণ রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, হরাইজন্টাল/ এক্সপোজার বিনিয়োগ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বহুমূখী পণ্য ভিত্তিক পল্লী গঠনের বিষয়ে উপকারভোগীগণ সুপারিশ করেন।

অধ্যায় ৭

সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ

৭.১ সার্বিক পর্যালোচনা

১। “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পে উপকারভোগী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে সমিতি গঠনপূর্বক নিজস্ব পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম ছিল প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক। কৃষিজ ট্রেডে উপকারভোগীগণের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্যদিকে, উপকারভোগী মহিলাদের অকৃষিজ ট্রেডে প্রশিক্ষণের আগ্রহ বেশী। ক্ষুদ্র ঋণের তুলনায় উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণকারীদের সংখ্যা অনেক কম। পন্য বিপণনে ডিপিপি’তে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের দরুন প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে শতভাগ উপকারভোগীদের বসত ঘরের অবস্থা, বাৎসরিক আয়-ব্যয়, সঞ্চয় জমার প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা, পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা এর ইতিবাচক পরবর্তন হয়েছে। এছাড়াও প্রায় শতভাগ উত্তরদাতার কর্ম সৃজন হয়েছে। কিছু উত্তরদাতার বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ এবং জমির পরিমানে কোন পরিবর্তন হয়নি।

৩। প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান কর্মসূচি’র আওতায় ঋণ কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন সেবা কার্যক্রম চলমান নেই। শুধুমাত্র প্রকল্প হতে বরাদ্দকৃত ঋণ ঘূর্ণায়মান হিসেবে চলমান রয়েছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমেও উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি প্রকল্পের মত সন্তোষজনক নয়। এছাড়াও প্রকল্পকালীন ঋণের সুদের হার ৫% থাকলেও মেয়াদ শেষে কর্মসূচিকালীন তা বৃদ্ধি করে ৯% করা হয়। উপকারভোগীগণ এ হার পূর্বের মত ৫% রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সার্বিকভাবে, প্রকল্পের তুলনায় কর্মসূচি’র সেবা-সহযোগিতা প্রাপ্তিতে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টির পরিমাণ অনেক কম।

৪। আলোচ্য গবেষণায় প্রকল্পের সবল-দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। তদালোকে উত্তরদাতাগণ বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেন। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুবই ফলপ্রসু ছিল বলে জানা যায়। গ্রামীন মহিলাদের আয় বৃদ্ধি ও তাদের ক্ষমতায়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মর্মে উপকারভোগীগণ জানিয়েছেন। তবে প্রকল্পের ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা ছিল না। তারা ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তাসহ প্রকল্প কার্যক্রম চালু করার সুপারিশ করেন। এছাড়াও উপকারভোগীগণ রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, হরাইজন্টাল/ এক্সপোজার ভিজিট বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বহুমূখী পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনের বিষয়ে উপকারভোগীগণ সুপারিশ করেন।

৫। প্রকল্পের উত্তম চর্চা ছিল পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠন। এ পল্লীর মাধ্যমে একই এলাকার উপকারভোগীগণ একই ধরনের পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। প্রকল্প এলাকায় এমব্রয়ডারী পল্লী, হাঁস পল্লী, বাঁশ-বেত পল্লী, নার্সারী পল্লী, ব্যাগ পল্লী, কাঠ পল্লীসহ ১৭টি পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠিত হয়েছে। এসব পল্লীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী নন এমন অনেকেই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

৭.২ সার্বিক সুপারিশসমূহ

১। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের দরুন প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। তাই এ প্রকল্পটি আবার শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২। গৃহিতব্য প্রকল্পে পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনকে ফোকাস করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা প্রদান আবশ্যক।

৩। উপকারভোগী মহিলাদের অকৃষিজ আয়বর্ধন কার্যক্রমে আগ্রহ বেশী। তাই কৃষিজ কার্যক্রমের পাশাপাশি অকৃষিজ চাহিদাভিত্তিক কার্যক্রমে তাদের অধিক পরিমানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪। বহুমূখী পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৫। উপকারভোগীদের পন্য বিপণনে সুনির্দিষ্ট সেবা-সহায়তা থাকা প্রয়োজন। পণ্যের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা ও ডিসপ্লে কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের জন্য অন-লাইন প্লাট ফর্ম করতে হবে।

৬। উপকারভোগীদের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

৭। উপকারভোগীদের বিজনেজ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এছাড়াও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ, হরাইজন্টাল/এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৮। প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। প্রকল্পের উপকারভোগীদের ঋণের সুদের হার হ্রাস করতে হবে ।

১০। উপকারভোগীদের পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে নিয়মিত পল্লী ভিজিট করাতে হবে।

১১। প্রকল্পের উপকারভোগীসহ সকল কার্যক্রম সফটওয়্যারভিত্তিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। সর্বোপরি, দারিদ্রপীড়িত দেশের অন্যান্য জেলার গ্রামীণ জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের প্রকল্প নেয়া যেতে পারে।

অধ্যায় ৮

কেস স্টাডিসমূহ

কেস স্টাডি ১: নারী উদ্যোক্তা লাভলী বেগমের দারিদ্র্য জয়ের কাহিনী

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের জামুডাঙ্গা গ্রামে দুই সন্তানসহ বসবাস করেন হতদরিদ্র মোছা. লাভলী বেগম। তাঁর দিনমজুর স্বামীর আয় দিয়ে ছয় জনের সংসারে ভরণ-পোষণ খুব কষ্ট হতো। অভাবের হাত বাঁচতে নিজের বসতভিটা বন্ধক দিয়ে সর্বশান্ত হতে চলেছিল লাভলির পরিবারটি। এমন সংকটময় সময়ে ২০১৯ সালে লাভলি বেগম বিআরডিবি'র আওতাধীন "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প" এর মাঠ সংগঠকের পরামর্শে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রাথমিক সদস্য হিসাবে সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। পূর্বে তিনি মাঝে মধ্যে হাতের সেলাইয়ের কাজকর্ম করতেন। কিন্ত উপর্যুক্ত প্রশিক্ষন না থাকায় এমব্রয়ডারি কাজ করতে পারতেন না। সদস্য অন্তর্ভুক্তির হওয়ার পর তিনি প্রকল্পের আওতায় এমব্রয়ডারি'তে প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন এবং পাশাপাশি প্রকল্প হতে ২০২০ সালে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে সুই, সুতা, ফ্রেম ও কাপড় ক্রয় করে এমব্রয়ডারি কাজ শুরু করেন। এ ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। ব্যবসার লাভ দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করে পুনরায় ২০২১ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবেই লাভলী বেগম বিআরডিবি'র সহযোগিতায় বড় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন এবং তার অধীনে জামুডাঙ্গা এমব্রয়ডারি পল্লী গড়ে উঠেছে।

জামুডাঙ্গা এমব্রয়ডারি পল্লী সাদুল্ল্যাপুর, গাইবান্ধা

বর্তমানে তাঁর পল্লীতে প্রায় ৪০০ জন মহিলা প্রতিদিন কাজ করেন। জামুডাঙ্গা এমব্রয়ডারি পল্লীর উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে এ পল্লীতে থ্রিপিচ, টুপিচ, নকশি কাঁথা, শাড়ি ও পাঞ্জাবী ইত্যাদি পন্য তৈরী হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্য বিআরডিবি'র সহায়তায় স্থানীয় বাজার ছাড়াও রংপুর, ঢাকা, কারুপল্লী ও আড়ং এ বিক্রি হচ্ছে। এখন তার খরচ বাদে মাসিক আয় আনুমানিক ৩৫,০০০/- টাকা। এ পল্লীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পল্লীর সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। বিআরডিবি'র সহযোগিতায় লাভলী বেগম আজ সফল নারী উদ্যোক্তা। এখন দুই ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। লাভলীর বাড়ি এখন জামুডাঙ্গা পল্লী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। লাভলি বেগমের সফলতার কাহিনী উপজেলার অনেকের কাছেই এক অনুকরণীয় মডেল। মহাজনের চড়া সুদের কবল থেকে বসত-ভিটা রক্ষাসহ পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়ে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি বিআরডিবিকে ধন্যবাদ জানান।

কেস স্টাডি ২: তাপস কুমার সুত্রধরের সফলতার কাহিনী

তাপস কুমার সুত্রধর গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার বাসিন্দা। পিতা মাতা স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার ছিল তার। এমন দুর্দিনে সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার বিআরডিবি'র "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প" এর মাঠ সংগঠকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে মাঠ সংগঠকের সহযোগিতা নিয়ে তাপস তাঁর গ্রামের ৩০ জন সদস্য নিয়ে ২০১৯ সালে তালুক হরিদাস পুরুষ পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন করেন এবং তিনি সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। সমিতিতে অন্তভুক্তির পূর্বে তিনি মাঝে মধ্যে কাঠের কাজকর্ম করতেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে এ কাজকে পেশা হিসাবে নিতে পারেননি। প্রকল্পের মাধ্যমে কাঠের আসবাবপত্র তৈরী বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষন গ্রহণ করে প্রথম দফায় তিনি ২০,০০০/- টাকা ঋণ নেন। এই ঋণের টাকাসহ নিজের জমানো কিছু টাকা একত্র করে মালামাল সংগ্রহ তিনি আসবাবপত্র তৈরীর কাজ শুরু করেন। এ ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। বর্তমানে তার অর্জিত সম্পদের আর্থিক মূল্য প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তিনি সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করে থাকেন। বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক ও যৌতুকবিরোধী কর্মকান্ডেও তার ভূমিকা রয়েছে। এলাকায় সফল ব্যক্তি হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তাপস কুমার সুত্রধর ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ২০২১ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবেই তাপস কুমার সুত্রধর বিআরডিবি'র সহযোগিতায় বড় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন এবং তার অধীনে তালুক হরিদাস পুরুষ কাঠ পল্লী গড়ে উঠেছে।

তাপস কুমার সুত্রধরের কাঠের আসবাব তৈরী কার্যক্রম

বর্তমানে এ পল্লীতে প্রায় ১০০ পুরষ এ কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এ কাঠ পল্লীতে খাট, সোফা, টেবিল, চেয়ার, ডায়নিং টেবিল, ওয়ারড্রোব, ওয়াল সোকেচ, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি আসবাব তৈরী করা হচ্ছে। এসব আসবাবপত্র স্থানীয় বাজার ছাড়াও রংপুর, জয়পুরহাটে এসব মালামাল বিক্রি হচ্ছে। এখন তার খরচ বাদে মাসিক আয় ৪০,০০০/- টাকা। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পল্লীর সদস্যেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করেছেন। এখন তার দুই সন্তান নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। বিআরডিবি'র সার্বিক সহযোগিতায় আজ তিনি সফল উদ্যোক্তা। তাপস কুমার সুত্রধর উপজেলার এক অনুকরণীয় মডেল। এই উন্নতির জন্য তিনি বিআরডিবির কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কেস স্টাডি ৩: নারী উদ্যোক্তা মোছা: তহমিনা বেগমের বদলে যাওয়ার কাহিনী

গাইবান্ধা জেলাধীন সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ি ইউনিয়নের আবদুল্লারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছা: তহমিনা বেগম। তহমিনা ঢাকায় গার্মেন্টস কর্মীর কাজ করতেন। করোনার সময় তিনি কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং এলাকায় এসে অত্যন্ত কষ্টে দিন যাপন করেন। এমন সময় উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে জানতে পারেন বিআরডিবি'র আওতায় গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পে বিভিন্ন আইজিএভিত্তিক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরে তিনি উক্ত প্রকল্পে ২০২২ সালে আবদুল্লারপাড়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন এবং সঞ্চয় জমা শুরু করতে থাকেন। এরপর তিনি দর্জি ট্রেডে ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের ভাতার অর্থ থেকে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে এলাকায় দর্জির কাজ শুরু করেন। সর্বশেষ তিনি ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নিজ বাড়িতে কিছু কাপড় কিনে দর্জির ব্যবসা এবং গ্রামের লোকজনের কাজের অর্ডার নেয়া শুরু করেন।

তহমিনা বেগমের সেলাই কার্যক্রম

পরে তিনি সমিতির সদস্যদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে দর্জি পল্লী গঠনে ভূমিকা রাখে। এই পল্লীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোষাক যেমন শার্ট, ফতুয়া, পাঞ্জাবী তৈরি করে থাকেন। উৎপাদিত পণ্য তাঁর স্বামীর সহায়তায় তিনি ঢাকা, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করেন। এই গ্রামে তিনি ছোট্ট কারখানা গড়ে তুলেছেন। তিনি এলাকায় একজন সুদক্ষ দর্জি হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন এবং সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হয়েছেন। বর্তমানে তার কারখানায় প্রায় ৭.৫০ লক্ষ টাকার মালামাল রয়েছে। তিনি ব্যবসার আয় দিয়ে নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচসহ সাংসারিক ব্যয়ভার বহন করেন। বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে তিনি প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় করেন। তিনি এখন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। তিনি সাঘাটা উপজেলার সফল উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁকে দেখে এলাকার অনেক গৃহিনী তাঁর মতো কাজের আগ্রহ পাচ্ছে। তাদের সফলতায় অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসছেন বিআরডিবি'র সেবার আওতায়। এভাবে সামাজিক সচেতনতা, নেতৃত্ব সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, পল্লী অর্থনীতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে জাতীয় অর্থনীতিতে যার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ।

কেস স্টাডি ৪: নারী উদ্যোক্তা মোছা: আঞ্জুলী বেগমের সফলতার গল্প

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ আব্দুল্লারপাড়া গ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে মোছাঃ আঞ্জুলী বেগম। অর্থের অভাবে তিনি বেশি দুর পড়াশোনা করতে পারেনি। পিতা বাধ্য হয়ে অল্প বয়সে তাঁকে বিয়ে দেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বামীর সংসারে তেমন স্বচ্ছল ছিল না। অবশেষে তার আশার বাতি হিসাবে অবির্ভূত হন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। তিনি জানতে পারেন বিআরডিবি'র "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি ২০২২ সালে মাঠ সংগঠকের মাধ্যমে দক্ষিণ আব্দুল্লারপাড়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় জমা শুরু করতে থাকেন। তারপর তিনি ৩০ দিন ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন এবং প্রশিক্ষণের সম্মানীর অর্থ দিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তারপর থেকে বাসায় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। শুরুতেই তেমন কাজ না পেলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করেন। ফলে এলাকায় ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন।

আঞ্জুলী বেগম সেলাইয়ের কাজরত অবস্থায়

শুরুতে তিনি বিআরডিবি হতে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কিছু কাপড় কিনে ব্যবসা শুরু করেন। তা থেকে তিনি কিছুটা লাভবান হন এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। এরপর থেকে তার কাজের মান ভালো হওয়ায় নিজ এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি পুনরায় ঋণ গ্রহণ করে সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তিনি নিজে কাজ করেন এবং অন্যান্য সদস্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। এতে করে তিনি মাসে ৩০,০০০/- থেকে ৪০,০০০/- টাকা আয় করেন এবং অন্যান্য সদস্য ১০,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা আয় হয়। তিনি তার আয় থেকে পাকা দালান তৈরী করেছেন, আসবাবপত্র, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি ক্রয় করেছেন। ছেলে-মেয়েকে পড়াশুনা করাচ্ছেন। স্বামীর ব্যবসায় পুঁজি সরবরাহ করেছেন। বর্তমানে তিনি বিআরডিবি'র সহায়তায় দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে অর্ডার এনে পোশাক সামগ্রী তৈরি করে সরবরাহ করেন। বর্তমানে তিনি এলাকায় সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন। দক্ষিণ আব্দুল্লারপাড়া গ্রামটি দর্জি পল্লী হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন তাঁর কারনে। সর্বশেষ তিনি উক্ত প্রকল্প হতে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তিনি দারিদ্র্যকে জয় করে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হয়েছেন। এর পিছনে তার শ্রম, মেধা, এবং বিআরডিবি'র অবদান আজীবন স্মরণ করেন। তিনি তার কাজের পাশাপাশি অন্যান্য সদস্যদেরকেও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন। তিনি এলাকায় একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ায় তাকে দেখে গ্রামের অন্যান্য মহিলারাও কাজে উৎসাহিত হয়েছেন।

কেস স্টাডি ৫: তাহমিনা বেগমের সফলতার কাহিনী

গাইবান্ধা সদর উপজেলার খামার বোয়ালী গ্রামের বাসিন্দা তাহমিনা বেগম। স্বামী ও এক মেয়েকে নিয়ে তাহমিনা বেগমের সংসার। স্বামীর অল্প আয়ে সংসার চললেও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কষ্টের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি তার দুঃখের কথা এক নিকট আত্মীয়ের কাছে বলেন। এ কথা শুনে তিনি তাকে বিআরডিবি'র "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর খামার বোয়ালী মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষন ও ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। পরামর্শক্রমে তাহমিনা বেগম মাঠকর্মী সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সমিতির নিয়ম কানুন, ঋণ প্রস্তাবনা ও পরিশোধ বিষয়ে শুনেন এবং তিনি সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাঠকর্মী তাহমিনাকে সদস্য হিসাবে ভর্তি করে নেন। অতঃপর তাহমিনা সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। তিনি ২০২০ সালে এমব্রয়ডারী (কারচুপি) প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন এবং প্রথম পর্যায়ে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ও নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে সুই, সুতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী ক্রয় করে এমব্রয়ডারী কাজ শুরু করেন। এ থেকে তার উদ্যোক্তা হওয়ার পথ পরিক্রমা শুরু হয় এবং মাসে ১০,০০০/ টাকা থেকে ১২,০০০/- টাকা প্রথম পযার্য়ে আয় করেন। পরবর্তীতে তিনি সমিতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে এমব্রয়ডারীর কাজ করতে থাকেন। বিআরডিবির সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা ও পরার্মশক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বনামধন্য ব্রান্ডের সাথে যোগাযোগ করে কাজের অর্ডার নেন এবং কাজ-কর্মের পরিধি বৃদ্ধি করেন। এভাবে তার আয়ের পরিধি দিন দিন বাড়তে থাকে। তিনি তার আয় থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। আগে শ্বশুর বাড়ী থাকতেন এখন নিজে জমি কিনে বাড়ি করেছেন। সততা নিষ্ঠা ও মেধার কারণে তার সচেতনতা যেমন বেড়েছে তেমনি তার আয় ও এলাকায় গ্রহনযোগ্যতা বেড়েছে। তার ব্যবসায় বর্তমানে ৪০০ থেকে ৫০০ জন মহিলা প্রতিনিয়ত কাজ করছে। বর্তমানে তার মাসিক আয় প্রায় ৯০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সফল নারী উদ্যোক্তা তাহমিনা বেগমের এমব্রয়ডারী কার্যক্রম

"গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" থেকে তাহমিনা শুধু নিজেই উপকৃত হননি, তিনি এ প্রকল্পের প্রশিক্ষন ও ঋণের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও অন্যন্যা সুবিধার কথা প্রচার করছেন যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে। ৩-৪ বছর আগে যে তাহমিনা অভাব ও দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত ছিলেন সে এখন খামার বোয়ালী গ্রামের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা এবং বিআরডিবির "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর গর্বিত উপকারভোগী সদস্য।

কেস স্টাডি ৬: কানিজ ফাতেমার সফলতার কাহিনী

গাইবান্ধা সদর উপজেলার মধ্য ফলিয়া গ্রামের অতি দরিদ্র ঘরের মেয়ে কানিজ ফাতেমা। বাবা-মা নিয়ে কানিজ ফাতেমার সংসার। বাবার অল্প আয়ের অভাবের সংসারে তাকে খুব দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়। কষ্টের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ভাবতে থাকেন কীভাবে ভাগ্যের চাকা ঘোরানো যায়। এমন সময় কানিজ ফাতেমা বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর মাঠ সংগঠকের সাথে পরিচিত হয়ে তার পরামর্শে মধ্য ফলিয়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে ভর্তি হন। সদস্য হওয়ার পর তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে পুজি গঠন করতে থাকেন। তিনি ২০২০ সালে এমব্রয়ডারী (কারচুপি) প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন এবং প্রথম পযার্য়ে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ও নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে সুই, সুতা, এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করে এমব্রয়ডারী কাজ শুরু করেন। এ থেকেই তার উদ্যোক্তা হওয়ার পথ পরিক্রমা শুরু হয় এবং মাসে ৮-৯ হাজার টাকা প্রথম পযার্য়ে আয় হতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি সমিতির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে এমব্রয়ডারীর কাজ করতে থাকেন। বিআরডিবি'র সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ব্রান্ডের সাথে যোগাযোগ করে কাজের অর্ডার নেন এবং কাজ কর্মের পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এভাবে তাঁর আয়ের পরিধি দিন-দিন বাড়তে থাকে। তিনি তাঁর আয় থেকে নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। সততা, নিষ্ঠা ও মেধার কারণে তাঁর আয় ও এলাকায় গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর ব্যবসায় বর্তমানে গ্রামের প্রায় ৩০০ জন মহিলা প্রতিনিয়ত কাজ করছে। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় গড়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকা।

সফল উদ্যোক্তা কানিজ ফাতেমার এমব্রয়ডারী কার্যক্রম

"গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" থেকে তিনি শুধু নিজেই উপকৃত হননি, তিনি এ প্রকল্পের প্রশিক্ষন ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও অন্যান্য সুবিধার বিষয়ে প্রচার করছেন যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে। ৩-৪ বছর আগে অভাব ও দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত থাকলেও সে এখন সফল নারী উদ্যোক্তা। যিনি একদিন শুধু নিজের দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তির চিন্তা করতেন, এখন তিনি নিজেতো মুক্ত হয়েছেনেই উপরন্ত আরো শত শত অবহেলিত নারীকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বচ্ছলতার পথ দেখিয়েছেন। কানিজ ফাতেমা এখন মধ্য ফলিয়া গ্রামের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা ও বিআরডিবির গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের গর্বিত সদস্য।

কেস স্টাডি ৭: মরিজা বেগমের সফলতা কাহিনী

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের চকরহিমাপুর গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ মরিজা বেগম। তাঁর স্বামী একজন দিন মজুর এবং পাশাপাশি কৃষি কাজ করেন। মরিজা বেগমের এক ছেলে ও এক মেয়ে। স্বামীর সামান্য আয়ে কোনোভাবেই সংসার চালাতে পারতেন না। সবসময় অভাব-অনটন ও খুব কষ্টে দিন কাটত। মরিজা বেগম একদিন তার ওয়ার্ডের মেম্বারের মাধ্যমে জানতে পারে বিআরডিবি'তে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তখন তিনি ২০২১ সালে বিআরডিবি'র মাঠকর্মীর সহায়তায় "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর চকরহিমাপুর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ছাগল পালন বিষয়ক ১২ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে বিআরডিবি থেকে তিনি ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৫টি ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করেন এবং এগুলো লালন-পালন করে বড় করে তুলেন।

সফল উদ্যোক্তা মোছা: মরিজা বেগম তার ছাগল পালন কার্যক্রম

বর্তমানে তার খামারে ছাগলের সংখ্যা ২৬টি। এর মধ্যে উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে ৭টি। প্রতি বছর ছাগল বিক্রয় করে ১,২০,০০০/- টাকার মতো আয় হয়, তা দিয়ে তাদের পুরো পরিবার চলে। আয়ের টাকা থেকে তার সন্তানদের লেখা পড়া খরচ বহন করেন। এছাড়াও তিনি তার অর্জিত আয়ে তিন বিঘা জমি কিনে সেখানে ফসল ফলান। টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন। মরিজা বেগম জানান বিআরডিবি'র এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও ঋণ কাজে লাগিয়েই আজ তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। তার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান, আগামি বছর আরও বেশি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে বড় আকারের ছাগলের খামার করবেন। মরিজা বেগম চান তার মত সাড়া দেশের নারীরা বিআরডিবি হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঋণ গ্রহণ করুক এবং এগিয়ে যাক।

কেস স্টাডি ৮: এক সফল নারী উদ্যোক্তা তিথী খাতুনের স্বপ্ন পূরণের গল্প

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা শিবপুর ইউনিয়নের সোনাতলা শাখইল গ্রামের মেয়ে মোছাঃ তিথী খাতুন। তার পিতা একজন ক্ষুদ্র কৃষক। তারা তিন বোন এবং এক ভাইসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। তার বাবার সামান্য আয়ে তাদের সংসার ঠিকমতো চলত না। সংসারে অভাব -অনটন লেগেই থাকত। তিথী এসএসসি পাশ করে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশুনা করা অবস্থায় তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তার পিতার পক্ষে মেয়েদেরকে পড়াশুনা ও সংসার পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিথি। এমন সময় বিআরডিবি'র আওতাধীন "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর মাঠসংগঠকের সাথে তার পরিচয় হয়। মাঠসংগঠক তিথির আগ্রহ বুঝতে পেরে তাকে প্রকল্পের শাখইল মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্য হিসাবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিথিকে সমিতির নিয়ম কানুন ও ঋণ পরিশোধ বিষয়ে বিস্তারিত জানান এবং সদস্য হিসাবে ভর্তি করে নেন। এর পর অন্যান্য সদস্যদের সাথে তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে থাকেন এবং এমব্রয়ডারি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সফল উদ্যোক্তা মোছা: তিথি খাতুন তার এমব্রয়ডারি কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তিথি প্রথম পর্যায়ে ২০,০০০/- টাকা ঋণ সহায়তা নেন। গৃহিত ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি সুতা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন। তারপর কাপড়ে এমব্রয়ডারি কাজ শুরু করেন। এভাবে তিনি স্বল্প পরিসরে হাতের কাজের থ্রি পিস, টু পিস, ওড়না, নকশী কাঁথা সহ যাবতীয় হস্ত শিল্পের কাজ শুরু করেন। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন নারী উদ্যোক্তা তিথী খাতুন। তার মাসিক আয় বর্তমানে গড়ে ১৫,০০০-২০,০০০/-টাকা । উক্ত টাকা দিয়ে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় বাড়াতে থাকেন। বর্তমানে তার সাথে ২০-২৫ জন নারী প্রতিনিয়ত কাজ করছে। এতে করে এক দিকে পরিবারে অভার দূর হচ্ছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে। এমব্রয়ডারী কাজ করার ফলে দারিদ্র্য দূর হয়েছে এবং স্বল্প পুজির নারীদের মুখে এখন সফলতার হাসি ফুটেছে। যে তিথির পড়াশুনা বন্ধ হয়েছিল সে এখন ডিগ্রিতে অধ্যায়নরত। সে এখন একজন সফল উদ্যোক্তা ও স্বাবলম্বী নারী। তার এই উন্নতির জন্য বিআরডিবি'র কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

কেস স্টাডি ৯: শেফালী বেগমের সফলতার কাহিনী

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার উদয়সাগর গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ শেফালী বেগম। তার পিতা একজন ক্ষুদ্র কৃষক। তারা পাঁচ বোন ও চার ভাই সহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১ জন। তার বাবার সামান্য আয়ে তাদের সংসার ঠিকমতো চলত না। অভাবের কারনে শেফালীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ৮ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করা অবস্থায় তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। পিতা বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তার স্বামীর চাকুরী চলে যাওয়ায় বেকার হয়ে পড়েন। এতে তার পরিবারের আয় বন্ধ হয়ে যায়। স্বামী গৃহস্থালী এবং অন্যান্য কৃষি কাজ করে যা আয় করেন তা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাদের। এমন সময় শেফালী বেগম বিআরডিবি'র আওতাধীন "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর মাঠসংগঠকের পরামর্শে উদয়সাগর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে অন্যান্য সদস্যেদের সাথে তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা দিতে থাকেন এবং নকশী কাথা ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে কয়েকজন মিলে নকশী কাথাঁ বুনন কাজ শুরু করেন এবং কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবেই শেফালী বেগম ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি এখন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন এবং তার অধীনে নকশী কাঁথা পল্লী গড়ে উঠেছে। এখন তিনি মাসে ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় করেন এবং তার অধীনে প্রায় ২০০-৩০০ জন বেকার ও দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে. যারা মাসে প্রায় ৪,০০০-৫,০০০ টাকা আয় করে। তার উৎপাদিত পন্য স্থানীয় বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার উন্নয়ন মেলা, রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে শোরুম ও কৃষি মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে এবং পাশাপাশি বিআরডিবি'র কারুপল্লী সহ ঢাকার নামকরা অনেক প্রতিষ্ঠানে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও তার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে জর্ডান ও অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে। তার এই অদম্য উদ্যোগ স্থানীয় ও জাতীয় একাধিক পত্রিকা এবং ইলেকট্রিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। শেফালী বেগম 'অর্থনেতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী' ক্যাটাগরিতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা এবং রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নির্বাচিত 'অদম্য নারী' শীর্ষক পুরস্কার পেয়েছেন। শেফালী বেগমের বাড়ি এখন নকশী কাঁথা পল্লী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। তার সফলতার কাহিনী উপজেলার অনেকের কাছেই এক অনুকরণীয় মডেল।

সফল উদ্যোক্তা মোছা: শেফারী বেগম তার নকশী কাঁথা কার্যক্রম

একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ায় তাকে দেখে গ্রামের অন্যান্য মহিলারাও উৎসাহিত হয়েছেন তার কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন। ফলে এলাকায় আরও দরিদ্র ও বেকার নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পৌরসভা এলাকায় ৫ শতক জমি কিনে আধা-পাকা বাড়ী করেছেন। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে পড়াশুনা করাচ্ছেন। তার এই উন্নতির জন্য বিআরডিবি'র কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

কেস স্টাডি ১০: মোঃ শফিউল ইসলামের সফলতার কাহিনী

মোঃ শফিউল ইসলাম গাইবান্ধা জেলাধীন সুন্দরগঞ্জ উপজেলার রামভদ্র রাজবাড়ী গ্রামের একজন বাসিন্দা। তিনি আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল ছিলেন। অভাব থেকে উত্তরণের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এমন সময় বিআরডিবি মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয় মর্মে তিনি জানতে পারেন। এরপর তিনি বিআরডিবি'র উপজেলার পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন। তাঁর পরামর্শে রামভদ্র রাজবাড়ী পুরুষ পল্লী উন্নয়ন সমিতির একজন সদস্য হন। সদস্য হওয়ার পর হাঁস-মুরগি পালনের উপর "গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" থেকে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তিনি ২০২২ সালে ১.৫০ লক্ষ টাকা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের টাকা পুঁজি করে একটি পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। তিনি পোল্ট্রি খামারে ৫০০টি মুরগীর বাঁচ্চা তোলেন এবং লালন পালন করে বিক্রয় করেন। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা বড় হতে থাকে। এর পর তিনি ৫০০ হাঁসের বাচ্চার খামার স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি হাঁসের বাচ্চাগুলোকে লালন পালন করে বড় করেন এবং সেগুলো ডিম দিতে শুরু করে। পাশাপাশি বাহিরের থেকে ডিম কিনে এনে বাচ্চা ফুটান। অতঃপর তিনি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য একটি ইনকিউবেটর ক্রয় করেন। উৎপাদিত বাঁচ্চা তিনি ও তার কর্মচারী দূর-দূরন্তে গ্রামে গ্রামে নিয়ে বিক্রি করতে থাকেন। তিনি খামার থেকে প্রথম দফায় প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেন। পরবর্তিতে তিনি দ্বিতীয় দফায় ২০২৪ সালে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন এবং ঋণের টাকা দিয়ে তার পোল্ট্রি ও হাঁসের খামার বড় করেন। তার খামারে বর্তমান মুরগির সংখ্যা ১০০০টি ও হাঁসের সংখ্যা ১৫০০টি। উক্ত খামারে বর্তমানে পরিবারের সদস্যসহ তিন জন বেতনভুক্ত কর্মচারী কাজ করেন। তার দুটি সন্তানই স্কুলে লেখাপড়া করে। তার এই উন্নতির জন্য বিআরডিবি'র কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য স্টোর করে রাখা

মোঃ শফিউল ইসলাম তার পোল্ট্রী ফার্মে

কেস স্টাডি ১১: সফল নারী উদ্যোক্তা মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা এর সফলতার কাহিনী

গাইবান্ধা জেলার অদূরে অবস্থিত ফুলছড়ি উপজেলার রোজারভিটা গ্রামে বাবা, মা ও এক ভাইকে নিয়েই জাকিয়া সুলতানার বাস। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কেবল তার বাবা। ছোট-খাটো ব্যবসার মাধ্যমে বাবা চেষ্টা করেন পরিবারের তিন সদস্যের ভরণপোষন চালিয়ে নেবার। কিন্তু বন্যাপ্রবণ এলাকার এই ছোট্ট পরিবারটিকে যেন একপ্রকার উপহাসই করে বসে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কষাঘাতে দিশেহারা জাকিয়া পরিবারের অবলম্বন হবার স্বপ্ন দেখেন। আর তার স্বপ্নপূরণের সারথি হয়ে পাশে দাঁড়ায় বিআরডিবি'র 'গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প'। এ প্রকল্পের আওতায় জরিপের মাধ্যমে কঞ্চিপাড়া রোজারভিটা মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি'র সদস্য হিসেবে মনোনীত হন এবং পরবর্তীতে এমব্রয়ডারী বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রকল্প হতে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এমব্রয়ডারী কাজ শুরু করেন। এ ঋণের সমূদয় কিস্তি পরিশোধ করে পরবর্তীতে ৪৯,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণের অর্থ এমব্রয়ডারী কাজে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্তমানে তিনি ৫০-৬০ জন অসচ্ছল নারীদের নিয়ে এমব্রয়ডারীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজের মাধ্যমে এলাকার কর্মসংস্থান সৃজনে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। গ্রামের সকলের কাছে পরিণত হয়েছেন আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনে ও সচ্ছল জীবনের এক অনন্য আলোকবর্তিকায়। গ্রামের অন্যান্য তরুণ-তরুণীরাও হাঁটছেন তার দেখানো পথে, তারাও হয়ে উঠছেন স্বাবলম্বী। জাকিয়া এবং তার সাথে নিয়োজিত অন্যান্য নারীদের হাতের বুননে জীবন্ত হয়ে উঠা এমব্রয়ডারী বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে শোভা বাড়াচ্ছে দেশের বিভিন্ন ব্র্যান্ড-শপগুলোর এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আড়ং। জাকিয়ার সুলতানার গল্পের দীপশিখা এভাবেই হাজারও তরুণের মননে উদ্যোক্তা হবার আশার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সফল উদ্যোক্তা মোছাঃ জাকিয়া সুলতানার এমব্রয়ডারী কার্যক্রম

রেফারেন্সেস

১। “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি)।

২। “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

৩। “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন (জুন/২০২৩)।

৪। “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।

৫। “গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প” এর প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন।

৬। বিআরডিবি’র ৫৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১: এফজিডিকৃত পল্লী উন্নয়ন সমিতির তালিকা

ক্র.নং	উপজেলা	সমিতির নাম	এফজিডি'তে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	সমিতির সভাপতি/ ম্যানেজার এর নাম ও মোবাইল নং
১।	গাইবান্ধা সদর	মধ্যফলিয়া-১ মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	মোর্শেদা, ০১৭০১-৫২৩৪৪৬
২।	গাইবান্ধা সদর	খামারবোয়ালী মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১৪	তাহমিনা, ০১৭৩৭-৯০২৪১৩
৩।	ফুলছড়ি	কঞ্চিপাড়া রোজারভিটা মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	জাকিয়া সুলতানা, ০১৭৪৫-৬৩২৮৫৪
৪।	ফুলছড়ি	হরিপুর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	রুমা আক্তার, ০১৮৯৮-৬৭৫৩০২
৫।	সাঘাটা	আব্দুল্লাপাড়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১৪	তাহমিনা, ০১৭১২-৪৩৭৭৯৪
৬।	সাঘাটা	দক্ষিণ আব্দুল্লাপাড়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	মারিয়া জাহান মীম, ০১৯৭৬-৭৩৮৭৪২
৭।	গোবিন্দগঞ্জ	সাখাইল মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	ম্যানেজার- তিথি খাতুন, ০১৩১১-৭৬২৬৯৭
৮।	গোবিন্দগঞ্জ	চক রহিমাপুর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১৪	ম্যানেজার- রোখসানা বেগম, ০১৭০৯-৭৬০৬০৫
৯।	পলাশবাড়ি	উদয় সাগর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১৩	ম্যানেজার- মোছাঃ শেফালী বেগম, ০১৭১৮-৫৭৬৮৯০
১০।	পলাশবাড়ি	গৃধারীপুর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	ম্যানেজার- মোছাঃ সেতু বেগম ০১৬১৬-৭২৩৮৭৮
১১।	সাদুল্যাপুর	তালুক হরিদাশ মিস্ত্রিপাাড়া পুরুষ পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	ম্যানেজার- অভয় চন্দ্র, ০১৭৩৭-২৬৮২৬২
১২।	সাদুল্যাপুর	উত্তর ভাঙ্গা মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	ম্যানেজার- লাভলী আক্তার, ০১৭৩৬-৫০১৯২৪
১৩।	সুন্দরগঞ্জ	রামভদ্র রাজবাড়ী পুরুষ পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	ম্যানেজার- মোঃ আর মজিদ, ০১৭৩৪-৬৯৬৫৬৯
১৪।	সুন্দরগঞ্জ	পশ্চিম বৈদ্যনাথ পল্লী উন্নয়ন সমিতি	১২	ম্যানেজার- বুলবুলি রানী, ০১৭২৩-৫৩৪৩৫৮
		সর্বমোট =	**১৭৫**	

পরিশিষ্ট-২: কেআইআইকৃত ব্যক্তিগণের তালিকা

১। জনাব সরদার মোঃ কেরামত আলী, মহাপরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা।

২। জনাব আব্দুস সবুর, উপপরিচালক, বিআরডিবি, ঢাকা ও সাবেক প্রকল্প পরিচালক, গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প।

৩। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, উপপরিচালক, বিআরডিবি, গাইবান্ধা জেলা ও কর্মসূচি পরিচালক, গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি।

পরিশিষ্ট-৩: এফজিডি চেকলিস্ট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

"গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এফজিডি চেকলিস্ট

সমিতির নাম:.........................., গ্রাম:............... ইউনিয়ন............, উপজেলা.................

সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা..................................উত্তরদাতার সংখ্যা................. তারিখ..................

১। আপনারা প্রকল্পের সদস্য হয়েছেন কবে?

সাল	সদস্য অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা	%
২০১৮		
২০১৯		
২০২০		
২০২১		
২০২২		

২। প্রকল্প আপনাদের কি কি সহযোগিতা করেছে?

ক্র.নং	সহযোগিতার ধরণ	সহযোগিতা প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	%
১।	আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ		
২	সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ		
৩।	রিফ্রেশার্স (ফলো আপ) প্রশিক্ষণ		
৪।	ঋণ সহায়তা (ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণ)		
৫।	উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা		
৬।	পরিদর্শণ ও উদ্বুদ্ধকরণ		
৭।	অন্য দপ্তরের সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা		

৩। প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি বিষয়ে, কত দিন মেয়াদে আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা	%
১।	সেলাই			
২	কারচুপি			
৩।	এমব্রয়ডারি			
৪।	ব্যাগ তৈরী			
৫।	পাটজাত পণ্য তৈরী			
৬।	কাঠজাত পণ্য তৈরী			
৭।	গবাদিপশু পালন			
৮।	মৎস্য চাষ			
৯।	হাঁস-মুরগী পালন			

৪। প্রকল্প হতে সর্বশেষ কি পরিমাণ অর্থ ঋণ সুবিধা পেয়েছেন?

ঋণের সীমা	ঋণ প্রাপ্তের সংখ্যা	%
ক্ষুদ্র ঋণ		
৩০,০০০ টাকা এর কম		
৩১,০০০-৫০,০০০ টাকা		
৫০,০০০ টাকা এর উর্ধ্বে		
উদ্যোক্তা ঋণ		
১.০০ - ২.০০ লক্ষ টাকা		
২.০১ - ৩.০০ লক্ষ টাকা		
৩.০১ - ৪.০০ লক্ষ টাকা		
৪.০১ লক্ষ টাকা এর উর্ধ্বে		

৫। পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার সন্তুষ্টি উল্লেখ করুন।

ক্র.নং	সহায়তার ধরণ	খুব সন্তুষ্ট জন (%)	সন্তুষ্ট জন (%)	মোটামুটি সন্তুষ্ট জন (%)	অসন্তুষ্ট জন (%)	খুবই অসন্তুষ্ট জন (%)
১।	স্থানীয় বাজারে (জেলা ও উপজেলা) পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা					
২	রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে পণ্য বিক্রয়ে/সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা (বিক্রয়কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করুন)					
৩।	বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তরে পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা					
৪।	বিদেশে পণ্য রপ্তানীকরণে সহায়তা প্রদান					
৫।	সামাজিক মিডিয়াতে পণ্যের বিজ্ঞাপন					
৬।	স্থানীয় (জেলা/উপজেলা) মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তাকরণ					
৭।	রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় মেলায় অংশগ্রহণে (মেলার নাম নাম উল্লেখ করুন)					

৬। প্রকল্পের সার্বিক সহায়তা পেয়ে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

খুব সন্তুষ্ট জন (%)	সন্তুষ্ট জন (%)	মোটামুটি সন্তুষ্ট জন (%)	অসন্তুষ্ট জন (%)	খুবই অসন্তুষ্ট জন (%)

৭। প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে প্রকল্প মেয়াদ শেষে আপনার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বলুন।

ক্র.নং	নির্দেশক	প্রকল্পের সদস্য হওয়ার আগের তুলনায় প্রকল্প সমাপ্তির পরের অবস্থার পরিবর্তন (জন %)				
		খুবই সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	মোটামুটি সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	অল্প সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	কোন পরিবর্তন হয়নি	আগের চেয়ে মন্দ হয়েছে
১।	বসত ঘরের অবস্থা					
২।	বাৎসরিক আয়					
৩।	বাৎসরিক ব্যয়					
৪।	সঞ্চয় জমার প্রবণতা					
৫।	জমির পরিমাণ					
৬।	বসতবাড়ির সম্পদের পরিমাণ					
৭।	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থা					
৮।	পরিবারের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহনের অবস্থা					
৯।	কর্ম সৃজন					
১০।	সামাজিক মর্যাদা					

৮। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চলমান কর্মসূচির সহযোগিতা সম্পর্কে বলুন।

সহায়তার ধরণ	খুব সন্তুষ্ট জন (%)	সন্তুষ্ট জন (%)	মোটামুটি সন্তুষ্ট জন (%)	অসন্তুষ্ট জন (%)	খুবই অসন্তুষ্ট জন (%)
ঋণ সহায়তা (ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা)					
পরিদর্শণ ও উদ্বুদ্ধকরণ					
মার্কেট লিংকেজ সহায়তা					

কিভাবে সহযোগিতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যায় বলে আপনারা মনে করেন

ক্র.নং	**বিষয়**	**একমত জন (%)**	**মন্তব্য নেই জন (%)**	**একমত নই জন (%)**
১।	প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন			
২।	একাধিক সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন			
৩।	ঋণের সার্ভিস চার্জ ৯% এর পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় ৫% করা প্রয়োজন			
৪।	ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করতে হবে			
৫।	মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা করতে হবে			
৬।	প্রশিক্ষণোত্তর উপকরণ সরবরাহ করতে হবে			
৭।	পণ্য তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে			
৮।				

৯। প্রকল্প কার্যক্রমের সবল ও দূর্বল দিক গুলো কি কি বলে মনে করেন।

ক্র.নং	বিষয়	একমত	মন্তব্য নেই	একমত নই
সবল দিকসমূহঃ জন (%)				
১।	প্রকল্পের প্রশিক্ষণগুলো খুবই ফলপ্রসু			
২।	পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনে এটি খুবই সহায়ক			
৩।	গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নে এর গুরুত্ব অনেক			
৪।	গ্রামীণ মহিলাদের আয় বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব অনেক			
৫।	প্রকল্পের ঋণ গ্রহণে কোন জটিলতা নাই			
৬।	প্রকল্পের লোকজন সবসময় খোজ নেয়			
৭।				
৮।				
দূর্বল দিকসমূহঃ জন (%)				
১।	গৃহীত ঋণ অনেকে অন্য খাতে ব্যবহার করে। এ বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখা।			
২।	মার্কেট লিংকেজে সুনির্দিষ্ট সহায়তা নাই।			
৩।	ঋণ বিতরণে অনেক সময় লাগে। (কতদিন লাগে উল্লেখ করুন)			
৪।	প্রশিক্ষণের মেয়াদ পর্যাপ্ত ছিল না			
৫।	সকল দরিদ্র মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি			
৬।	সম্পদ হস্তান্তর ছিল না			
৭।	কাঁচামাল সরবরাহ ছিল না।			
৮।	ফলো আপ প্রশিক্ষণ কম ছিল।			
৯।				

১০। পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনের জন্য আপনার সুপারিশ কি কি?

ক্র.নং	বিষয়	একমত (জন %)	মন্তব্য নেই (জন %)	একমত নই (জন %)
১।	প্রকল্পটি আবার চালু করা প্রয়োজন			
২।	মার্কেট লিংকেজের সুনির্দিষ্ট সহায়তা করতে হবে			
৩।	আরও বহমূখী পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে			
৪।	সকলকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে			
৫।	বিজনেজ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে			
৬।	ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি দিতে হবে			
৭।	প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তরের ব্যবস্থা নিতে হবে			
৮।	হরাইজন্টাল/এক্সপোজার/পিয়ার ভিজিট করার ব্যবস্থা নিতে হবে			
৯।	পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে নিয়মিত পল্লী ভিজিট করাতে হবে			
১০।	পণ্য বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন ও ডিসপ্লে কাম বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে			
১১।	পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের জন্য অন-লাইন প্লাট ফর্ম করতে হবে			

পরিশিষ্ট-৪: কেআইআই চেকলিস্ট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

"গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প" এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কেআইআই চেকলিস্ট

তথ্য দাতার নামঃ ....তথ্যদাতার ঠিকানাঃ...

১। প্রকল্প এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের কি কি সেবা প্রদান করা হয়েছে?

২। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলুন।

৩। প্রকল্প হতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা বিষয়ে মন্তব্য দিন।

৪। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার বিষয়ে মন্তব্য দিন।

৫। প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে প্রকল্প মেয়াদ শেষে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বলুন।

৬। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চলমান কর্মসূচিতে কি ধরনের সহযোগিতা চলমান সে সম্পর্কে বলুন। কিভাবে সহযোগিতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যায় বলে আপনারা মনে করেন।

৭। প্রকল্প কার্যক্রমের সবল ও দূর্বল দিক গুলো কি কি বলে মনে করেন।

৮। পণ্যভিত্তিক পল্লী গঠনের জন্য আপনার সুপারিশ কি কি?

পরিশিষ্ট-৫: ফটো গ্যালারি

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা রামভদ্র রাজবাড়ী পুরুষ পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

সাদুল্যাপুর উপজেলার তালুক হরিদাশ মিস্ত্রিপাড়া পুরুষ পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া রোজারভিটা মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

গাইবান্ধা সদর উপজেলার মধ্যফালিয়া মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শাখাইল মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার চকরহিমাপুর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

পলাশবাড়ি উপজেলার উদয়সাগর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে এফজিডি পরিচালনা

উদয়সাগর মহিলা পল্লী উন্নয়ন সমিতি'র সফল উদ্যোক্তা মোছাঃ শেফালী বেগম এর অর্জিত ক্রেস্ট সমুহ

মহাপরিচালক জনাব সরদার মোঃ কেরামত আলী এর সাথে কেআইআই পরিচালনা করছেন গবেষক দল

প্রকল্প পরিচালক জনাব আবদুস সবুর এর সাথে কেআইআই পরিচালনা করছেন গবেষক দল

কর্মসূচি পরিচালক জনাব মোঃ রিজাউল করিম এর সাথে কেআইআই পরিচালনা করছেন গবেষক দল

বিআরডিবি'র গিরপা প্রকল্পের সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা